ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 January 2022 ■ আগরতলা ৩ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ১৮ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিপিএমের জনজাতি সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ তীব্র আক্রমনাত্মক

জনজাতিদের উন্নয়নে ত্রিপুরার রাজাদের কোনও অবদান নেই : অঘোর দেব্বর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জানুয়ারি।। জনজাতিদের উন্নয়নে ত্রিপুরার রাজাদের কোনও অবদান নেই। তাঁরা ককবরক ভাষার উন্নতি দুরে থাক, ওই ভাষায় কথাই বলতেন না। অথচ তিপরা মথার জন্য প্রদ্যুত কিশোরের পেছনে যাঁরা ছুটছেন তাঁরা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ৭৭তম জনশিক্ষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে খোয়াইতে আয়োজিত জমায়েতে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঘোর দেব্বর্মা এভাবেই রাজন্য শাসন এবং প্রদ্যুত কিশোর দেব্বর্মনকে বিধেছেন।

এদিন তিনি বলেন, রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় ১৮৪জন রাজা সাড়ে তেরশো বছর রাজত্ব করেছেন। তাঁরা জনজাতি ছিলেন। তবুও রাজন্য শাসনে জনজাতিদের উন্নয়ন হয়নি। তাঁর দাবি, জনজাতিদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না। ভাষার বিকাশ হয় নি। রোজগারের ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সবকিছুর অভাব ছিল তাঁদের। তাঁর আরও দাবি, তখন পানীয় জলের পরিষেবাও ছিল না। বিকাশ ঘটেনি কৃষি এবং শিল্পেরও।

রবিবার খোয়াইতে জনশিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে জমায়েতে বক্তব্য রাখছেন সিপিএম নেতা অঘোর দেববর্মা।

তাঁর কটাক্ষ, আজ তিপরা মথার জন্য প্রদ্যুত কিশোরের পেছনে যাঁরা ছুটছেন তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তাঁর কথায়, রাজন্য আমলের জনজাতিদের দুর্দশার কাহিনী আজ ছাত্র যুব সহ বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তিনি জোর গলায় বলেন, রাজতন্ত্র জনজাতিদের চরম সর্বনাশ করে গেছে। অথচ আজ প্রদ্যোৎ কিশোর জনজাতিদের জন্য মায়াকান্নায় বুক ভাসিয়ে দিয়ে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের স্বপ্ন ফেরী করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করুন, প্রদ্যুত কিশোরের পূর্বপুরুষ জনজাতিদের জন্য কি কাজ করে গেছেন, প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি।

অঘোর দেববর্মা বিদ্রুপের সুরে বলেন, আইপিএফটি ডাক দিয়েছিল তিপ্রাল্যান্ড। তিপরা মথা আওয়াজ তুলেছে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড। এসব আসলে জনজাতিদের স্বার্থরক্ষা তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। নিজেদের আখের গোছানোই মূল উদ্দেশ্য তাঁদের। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ঘোলা জলে মাছ শিকার করতে চাইছেন তাঁরা। তিনি জানতে চেয়েছেন, তিপ্রাল্যান্ড তাঁদের উদ্দেশ্য হলে ছেচল্লিশ মাসে কেন বিধানসভায় আইন পাশ হল না। কেন মন্ত্রিসভায় এবিষয়ে আলোচনা হচ্ছে না।

তিনি দাবি করেন, বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয়েছিল। গঠন হয়েছিল এডিসি। উপজাতি এলাকায় ঘটেছিল সার্বিক বিকাশ। স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষি এবং শিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল। অঘোর দেববর্মা বলেন, জনশিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল শিক্ষার জন্য। রাজন্য আমলে শিক্ষার বিস্তার হলে জনশিক্ষা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রিপোর্ট কার্ড নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় পা রেখেই বিজেপি এবং রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, মাত্র তিন মাসে ত্রিপুরায় তৃণমূল প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে। এখন লক্ষ্য ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচন। তিনি বিপ্লব কুমার দেবকে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

আজ আগরতলায় এসেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে যান এবং সেখানে পুজো দেন। পুজো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় দুয়ারে গুন্ডা মডেল কাজ করছে। বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলের অফিস ভাংচুর করছেন, কর্মীদের মারছেন। কিন্তু, এভাবে তৃণমূলকে দমানো যাবে না। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বিজেপির জন্য এক ছটাক জমিও ছাড়বে না তৃণমূল।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার অবস্থা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে পড়েছে। শুধু অরাজকতা কায়েম করে রেখেছে। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানছে না। শুধু বিরোধীদের মনোবল ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, মারধর, ভাংচুর করে তৃণমূলের মনোবল ভাঙ্গা যাবে না।

এদিন তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চ্যালেঞ্জ জানান, রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে পার্থক্য বেরিয়ে আসবে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০ বছরের শাসনের সাথে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাত বছরের শাসনের তুলনা করুন। পার্থক্য সহজেই বোঝা যাবে।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপির মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গোয়া হয়ে ত্রিপুরা, সর্বত্রই আমরা সক্রিয়। আমরা বিজেপির শক্তি এবং তদন্তকারী সংস্থার ব্যবহারে ভীত নই। আজ অভিষেক প্রবল আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় বিপ্লব কুমার দেবের শেষের শুরু হয়ে গেছে। তিন মাসে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে। তাঁর কটাক্ষ, মাত্র ৩ মাসে ২৩ শতাংশ ভোট দখলের প্রবণতা দেশের অন্য কোন রাজ্যে দেখা যায়নি।

তাঁর আবেদন, ত্রিপুরার জনগণ স্বৈরাচারের অবসান ঘটাতে ব্যালট বাক্সের সহায়তা নিন। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এলে রাজ্যে শিক্ষা ও শাসনের উন্নতি হবে। নতুন বছর ত্রিপুরা এবং রাজ্যের জনগণের জন্য নতুন আশার সূচনা করবে।

লংতরাই পাহাড়ে গাড়ি গভীর খাদে, মৃত ২, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ইংরেজি নববর্ষের শুরু থেকেই রাজ্যে কত দুর্ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্ঘটনার লাগাম টানতে প্রশাসন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করল পরিস্থিতির মোকাবেলা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। রবিবার সকালে লংতরাই ভ্যালি পাহাড়ের নকলবাড়ি কালিটিলা এলাকায় একটি ইকোগাড়ি গভীর খাদে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই দুই জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। অপর তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। হতাহতদের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় বলে জানা গেছে।

তারা জম্পুইহিল থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে লংতরাইভ্যালি পাহাড়ের নকল বাড়ি কালিটিলা এলাকায় ইকোগাড়ি গভীর খাদে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন খবর দেন দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে এসে প্রায় দুশো ফুট গভীর খাদ থেকে আহত তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। অপর দু"জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাক নেওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার কারণেই গাড়িটি গভীর খাদে পড়ে যায়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে বীরচন্দ্রনগর রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মারুতি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ চারজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে বীরচন্দ্র নগর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুটি গাড়ি দ্রুতবেগে চলছিল। চালকরা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। সে কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বক্সনগর থানা এলাকার রহিমপুর এলাকায় রবিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পথ দুর্ঘটনায় হানিফ মিয়া নামে এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। কিন্ত অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাকে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভিষেকের সংবর্ধনা নিয়ে বিভ্রান্তি, পুলিশ জানাল অনুমতিই চায়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েও বাতিল করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেস আজ এই অভিযোগ এনে ত্রিপুরা সরকারকে কড়া ভাষায় বিধেছে। কিন্ত, তৃণমূল জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে দাবি করেছেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও)। তাঁর কথায়, পশ্চিম হাওয়াইবাড়ীতে অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ, গতকাল রাতে জারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসূচিতে বড়মুড়া ইকোলজিক্যাল পার্ক লেখা ছিল। তাই, চিঠি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সফর, স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রস্তুতি পর্যালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগামী ৪ জানুয়ারি রাজ্য সফর উপলক্ষে রাজ্য প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলির মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ বিকেলে পর্যালোচনা করেন। সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে এই পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা, মুখ্যসচিব কুমার অলক সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব, আরক্ষা প্রশাসনের আধিকারিকগণ, এমবিবি এয়ারপোর্টের ডিরেক্টর ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণিকান্তি প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের মিনিট টু মিনিট প্রোগ্রামগুলি তুলে ধরেন।

রবিবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফরে এসে প্রথমেই মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করবেন। এরপর আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত হয়ে মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্প দুটির সূচনা করবেন। তাছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন এমন বেশকিছু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী ও গবাদী পশু উদ্ধার, বাজারমূল্য ২৮.৭৭ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। প্রচুর পরিমানে ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা, ফেন্সিডিল, বিলেতি মদ এবং গবাদি পশু উদ্ধার করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। যার বাজার মূল্য ২৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৪ টাকা।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার মধ্যরাতে গোয়েন্দা খবরের ভিত্তিতে এনসি নগর বিওপি এবং গকুলনগর স্থিত ১৩৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা সোনামুড়া থেকে ২৫৫০টি ইয়াবা ট্যাবলেট যার বাজারমূল্য ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ৪৫ হাজার টাকা মূল্যের ৯ কেজি গাজা উদ্ধার করেছে। অন্যদিকে, কমলাসাগর বিওপি এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে বন্যহাতির আক্রমণ ঠেকাতে আটজন ভলেন্টিয়ার নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ জানুয়ারি।। ঢাল তলোয়ারহীন বনদপ্তর। শেষ পর্যন্ত বন্য হাতির আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে ভলেন্টিয়ার নিযুক্ত করল দপ্তর। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক বছর ধরেই কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড় থেকে বন্য দাঁতাল এসে দিনে-রাতে অতর্কিতে গ্রামে আক্রমণ চালায় গেরিলা কায়দায়। একের পর এক ঘটনা হচ্ছে কল্যাণপুর থানা এলাকার খগেন্দ্র বল কলোনি, ওয়াতিলং পাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায়। শুধু এইসব গ্রামে নয় বিভিন্ন জনজাতি এলাকাতেও সময়ে সময়ে এসে আক্রমণ চালায় বন্য হাতি। তবে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই এমনটা ঘটে চলেছে। পাহাড়ে খাদ্যের অভাব হলেই জনবহুল এলাকাতে নেমে আসে হাতির দল। তারা ভেঙ্গে ফেলে বাড়িঘর, গাছপালা। খেয়ে ফেলে ধান সহ আরো অনেক ফসল। কয়েকদিন পূর্বে কল্যাণপুর ব্লকের অধীন দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতে হাতির দল আক্রমণ চালিয়েছিল রাতের অন্ধকারে। কয়েকটি বাড়িঘরের ক্ষতিও করেছিল। যদিও খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল বনদপ্তরের এডিএস টিম। এলাকার মানুষ চাইছেন স্থায়ী সমাধান।

তবে, ● প্রথম পাতার পর

ধর্মনগর ও শিলচরের মধ্যে দ্বিসাপ্তাহিক প্যাসেঞ্জার ট্রেন পুণরায় চালু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ধর্মনগর ও শিলচরের মধ্যে দ্বিসাপ্তাহিক প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পরিষেবা পুণরায় চালু হচ্ছে। যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৪ জানুয়ারি থেকে ওই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পরিষেবা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়া ৭ জানুয়ারি থেকে রাঙাপাড়া নর্থ-ডেকারগাঁও ও রঙিয়া-ডেকারগাঁওয়ের মধ্যে দৈনিক প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পরিষেবা পুনরায় চালু করা হচ্ছে।

পাশাপাশি যাত্রীদের ভিড় হ্রাস করতে গুয়াহাটি ও নিউ হাফলং-এর মধ্যে নয়টি ট্রিপের জন্য উভয় দিক থেকেই একটি স্পেশাল ট্রেন চলাচল করবে। এছাড়াও শিলচর ও ভৈরবীর মধ্যে প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি দ্বি-সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ১ জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়েছে। অন্যদিকে, যাত্রীদের সুবিধার্থে ৩ জানুয়ারি থেকে শিলচর ও জিরিবামের মধ্যে প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনের সময়সূচি সংশোধিত করা হবে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুনীত কৌর জানিয়েছেন, ট্রেন নং ০৫৮২৩ রাঙাপাড়া নর্থ-ডেকারগাঁও দৈনিক প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরম জল করতে ও স্টোভে কেরোসিন ভরতে গিয়ে দুই মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। রাজধানীর গোর্খাবস্তি এলাকায় রবিবার গরম জল করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। মৃতার বয়স আনুমানিক ৭৫ বছর। তার নাম জ্যোতি শীল। ঘটনার সময় ঘরে পরিবারের অন্য কোন লোক ছিলেন না।

জানা গেছে, ওই বৃদ্ধা গরম জল করার জন্য গ্যাসের চুল্লিতে আগুন ধরাতে যান। তখনই তার পরিধেয় কাপড়ে আগুন লেগে যায়। মহিলার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। ততক্ষণে তার শরীরের অধিকাংশই আগুনে ঝলসে গেছে। স্থানীয় লোকজন খবর পাঠান দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃদ্ধার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে, জ্বলন্ত স্টোভে কেরোসিন তেল ঢুকাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলেন এক গৃহবধূ। ঘটনা এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নারায়নপুর। মৃত গৃহবধূর নাম পিংকি পাল।

জানা গেছে, রান্না করার সময় কেরোসিন শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তখনই গৃহবধূ জ্বলন্ত স্টোভে কেরোসিন ঢুকানোর তার শরীরে আগুন লেগে যায়। তিনি প্রাণে বাঁচার জন্য চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে তার স্বামী ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আট বছর আগে সামাজিক রীতি মেনে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর পাঁচ বছরের একটি সন্তানও রয়েছে। পরিবারে কোন ধরনের অশান্তি ছিলনা। অগ্নিদগ্ধ হয়ে পিংকি পালের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মৃত্যুতে তার স্বামী ও পরিবারের লোকজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

এই ঘটনায় মৃতার বাপের বাড়ির তরফ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগ জানানো হয়নি। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ৮৯ ■ ৩ জানুয়ারি ২০২২ ইং ■ ১৮ পৌষ ■ সোমবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অন্ন বস্ত্র বাসস্থানই মূল চাহিদা

স্বাধীনতার পচাত্বতর বছর পরও আমাদের দেশে সব মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো বাচিয়া থাকিবার ন্যূনতম চাহিদা মিটেনি। খেতে না পাইয়া অপুষ্টিতে ফি বছর বহু মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে। এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সব মানুষের জন্য দু'বেলা পেট ভরা খাবারের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় নাই! তার পরিবর্তে দেশের মানুষকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিবাস্বপ্ন দেখাইতেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁহার সগর্ব ঘোষণা, ভবিষ্যতে দেশের গ্রাম শহরে ছড়াইয়া থাকা ব্যাঙ্কের শাখা আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মানুষ যাবতীয় আর্থিক লেনদেন করিবেন অনলাইনে, ডিজিটাল মাধ্যমে। এটা নাকি এমনই এক আধুনিকতা যাহার মাধ্যমে অর্থনীতিতে নতুন বিপ্লব আসিবে। সন্দেহ নাই, পরিকল্পিত এজেন্ডা নিয়া এগতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি। এই পরিকল্পনার আসল কথাই হইল, দেশের গরিব, পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনযাত্রার মান সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে। অর্থনীতির বারোটা বাজানো মৃত্যুঘণ্টা ফাঁস হইয়া ঝুলিবে মধ্যবিত্তের গলায়। বিজেপি সরকার শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের সেবায় মগ্ন থাকিবে। এটাই মোদির স্বপ্নের আধুনিক ভারতের ছবি। যাহার একটি স্তম্ভ ডিজিটাল লেনদেন।

একথা ঠিক, আমাদের এই প্রাচীন দেশে আর্থিক লেনদেনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এক সময়ে পণ্যের আদানপ্রদানের মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেন হতো। তারপরে এল ধাতুর ব্যবহার। পরে ধাতুর জায়গা নিল মুদ্রা। তারপর কাগজের নোট। এই নোট বা টাকার আদানপ্রদানই এখন অধিকাংশ মানুষের লেনদেনের মূল চাবিকাঠি। নরেন্দ্র মোদি এই ব্যবস্থা পাল্টাইয়া দিতে চাইছেন। এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নাই যে, আজকের দিনে প্রযুক্তির হাত ধরিয়া অনলাইন আদানপ্রদান ক্রমশ জনপ্রিয় হইতেছে।। তাহা অনেক সুবিধাজনকও। এই ব্যবস্থা যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে তাহা দেখা উচিত যে কোনও সরকারেরও। কিন্তু কোন ভারতে এটা পুরোমাত্রায় চাইছেন প্রধানমন্ত্রী? সেটাই বড় প্রশ্ন। বিভিন্ন সরকারি সমীক্ষা বলিতেছে, ১৩৫ কোটি মানুষের এই দেশ জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু উন্নত দেশের চাইতে কয়েক ধাপ পিছাইয়া রহিয়াছে। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসহ বাচিয়া

থাকিবার ন্যূনতম চাহিদা মেটাইবার দায়িত্ব পালনের কথাও বলা আছে। সেই দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও তাহা অনেকক্ষেত্রেই অধরা। এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কাজ নেই কোটি কোটি মানুষের। প্রত্যেক গ্রামে এখনও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়িয়া ওঠেনি। আর এটাই বাস্তব সত্য যে, একটা সমাজকে উন্নত আধুনিক করায়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সে দেশের ঘরে ঘরে প্রাথমিক শিক্ষার আলোটুকু পৌঁছাইয়া দেওয়া জরুরি। সে সব না করিয়া এদেশে কী করিয়া সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল লেনদেন সম্ভব? দেশের সব গ্রামে এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্কের শাখা নেই। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের একটা অংশের মানুষ কোনওদিন ব্যাঙ্কের দরজায় পা রাখেননি। তাঁহাদের যাহা আয় তাহা লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হয় না। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেনের এমন করুণ ছবি যেখানে স্পষ্ট সেখানে এইসব মানুষের কাছে দৈনিক যাবতীয় লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে করা জেগে দিবাস্বপ্ন দেখিবার মতো বিষয়। ডিজিটাল লেনদেনের জন্য সর্বাগ্রে দরকার স্মার্টফোন অথবা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ। তাহাতে ইন্টারনেট পরিষেবা থাকা বাধ্যতামূলক। দেশের কত পরিবারের কাছে সে সুযোগ রহিয়াছে? এছাড়াও যাঁহারা প্রবীণ মানুষ তাঁহাদের অনেকের পক্ষেও-বা কতটা ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে সড়গড় হওয়া সম্ভব? মুশকিল হইল, আমজনতা যাহা বুঝিতে পারে, মোদি সরকারের বিশেষজ্ঞ মাথারা তাহা বোঝেন নাতেমনটা নয়। আসলে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে পিছনে রাখিয়া দেশের গায়ে আধুনিকতার ছাপ দিয়া সস্তা কৃতিত্ব পাইতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার সরকারের নীতি হইল, দেশের মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া বাইরের চাকচিক্য প্রদর্শন। এর আর একটা উদ্দেশ্য হইল, ডিজিটাল আদানপ্রদানের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিয়া বিপুল সংখ্যক কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটা। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ এবং সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই এ প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। পুরো মাত্রায় ডিজিটাল লেনদেন চালু হইলে তাহাতে যে ষোলোকলা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। মানুষের ভোগান্তি, সুবিধা অসুবিধা নিয়া অবশ্য এই সরকারের কোনও মাথাব্যথা নাই।

সরকার ভাবিছেই না, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের সব মানুষ এই ডিজিটাল লেনদেনের জন্য প্রস্তুত আছে কি না? এই মোদি সরকার একের পর এক সিদ্ধান্ত দেশের মানুষের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। মোদির ডিজিটাল ভারতে ব্যাঙ্কের শাখা তুলিয়া দেওয়ার পরিকল্পনাটি সেরকমই একটি চাপাইয়া দেওয়ার উদ্যোগ। ভারতের সর্বত্র এখনও ইন্টারনেট ডেটা সহজলভ্য নয়। তাহা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর কথামতো ভারত সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল ব্যাঙ্কের পথে হাঁটিলে ভোগান্তি যে বাড়িবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভাবিতে হইবে, ব্যাপারটা যেন পর্বতের মূষিক প্রসব হইয়া না দাঁড়ায়। প্রকৃত অর্থেই দেশের মানুষের কল্যাণে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় জনকল্যাণকামী সরকারের আদায় করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না।

ইকো-ট্যুরিজম : মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন কেন্দ্র জালুকবাড়ির বঙলাগড়ে চালু ৪ কিমি দীর্ঘ ট্র্যাকিং রোড

গুয়াহাটি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে ইকো-ট্যুরিজমকে প্রসারিত করতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার অভিলাষী পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ইংরেজি নতুন বছরের দ্বিতীয়দিন আজ রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন কেন্দ্র জালুকবাড়ির বঙলাগড়ে উদ্বোধন করা হয়েছে ৪ কিমি দীর্ঘ ট্র্যাকিং রোড। বঙলাগড়ে খাড়া পাথুরে পাহাড়ে ট্র্যাকিং রোডের উদ্বোধন করে রাজ্যের প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট (পিসিসিএফ) ড় অলকা ভার্গব (আইএফএস) বলেন, অসমের প্রান্তে প্রান্তে বন বিভাগের সহযোগিতায় জৈব বৈচিত্র্যকে পর্যটন ক্ষেত্রে রূপান্তর করার প্রয়াস হাতে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাবল 'এফ' (চ) মন্ত্রে রাজ্যবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ডাবল 'এফ'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পিসিসিএফ ড় অলকা বলেন, 'এফ' ফর ফরেস্ট এবং 'এফ' ফর ফিটনেস।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর উঁচু শিলাপাহাড়ে উদ্বোধিত ট্র্যাকিং রোডটি রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে দাবি করেছেন পিসিসিএফ ড় অলকা ভার্গব। হরিনাম ধ্বনি সহকারে চার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মনোরম ট্র্যাকিং রোড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙলাগড়ের স্থানীয় জনতা ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক, প্রকৃতিপ্রেমী, পিসিএফ (বন্যপ্রাণী) ড় অমিত শাহ, পিসিএফ (অতিরিক্ত) সত্যেন্দ্র সিং, উত্তর কামরূপের ডিএফও সানিদেও ইন্দ্রদেও চৌধরী উপস্থিত ছিলেন।

করোনা বিধি খতিয়ে দেখতে বাজারে হানা দিলেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক

পুরুলিয়া, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশজুড়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। রেহাই নেই রাজ্যেরও। গত কয়েকদিনে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে দশগুণ। এই অবস্থায় করোনা বিধি পালন নিয়ে সর্বত্র কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। করোনা বিধি কতটা মেনে চলা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে রবিবার সকালে পুরুলিয়ার বড়হাটে বাজারে আচমকাই হানা দিলেন জেলাশাসক রাহুল মজুমদার। এদিন এলাকার করোনা বিধি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন জেলাশাসক। এদিন আচমকা পুরুলিয়ার বড়হাটে হানা দিয়ে তিনি দেখেন বাজারে অজস্র মুখেড় ভিড়ের মধ্যে অনেকেরই মুখে মাস্ক নেই। জেলাশাসক রাহুল মজুমদার সেখানে পৌঁছতেই ,যাঁদেরই দেখেছেন মাস্ক পরে নেই, তাঁদেরই তিনি তা পরতে বলেন। দেন সচেতনার বার্তা।

কৃত্রিম হার্ট ভাল্‌ভ—ফিরে দেখা

কৌশিক রায়

আমাদের হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল করার জন্য কয়েকটি কপাটিকা বা ভাল্‌ভ-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই কপাটিকা যদি কমজোর হয় তাহলে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হওয়াটা অসম্ভব নয়। এই ধরনের জটিল হৃদযন্ত্রের শিকার হয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকেই। সেই জন্য কৃত্রিম হার্ট ভাল্‌ভ, তৈরি করার জন্য প্রাচীন যুগর থেকেই উদ্যোগী হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসক। রোম-শাসিত প্রিসের প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক-ক্লাউদিউস গালেনুস বা গ্যালেন, এই কৃত্রিম হৃৎকপাটিকা তৈরিতে সর্বপ্রথম উদ্যাগী হয়েছিলেন। গ্যালেন-এর সেই গবেষণা নিয়ে অনেক প্রশংসা হয়েছে নিন্দা-বিতর্কও হয়েছে অনেক। কবে, পরবর্তী ইউরোপ ও বিশ্বের চিকিৎসা বিপ্লবে প্যাহলিকা, শরীরবিদ্যা ও ফিজিওলজি, অ্যানাটমি এবং ফার্মাকোলজিতে একটা বড় প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিপ্পোরেজুস-এর অন্যতম অনুগামী গ্যালেন।

মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করাটা সেই সময়ে এক মারাত্মক অপরাধ ছিল। তাই বানর, শুকর, ভেড়া ও গাধার হৃদপিণ্ডের ব্যবচ্ছেদ করেই মানবদেহের কলিজার গঠনশৈলীটি বোঝার চেষ্টা করতে হয়েছিল গালেনকে। ১৫৪৩ সাল পর্যন্ত গ্যালেন-এর হৃদযন্ত্র সম্পর্কিত গঠনরীতিকেই অনুসরণ করতেন চিকিৎসকরা। অবশ্য, রেনেসাঁ ইতালির প্রবাদপ্রতিম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও বিভিন্ন শ্রেণির শবব্যবচ্ছেদ করে মানুষের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছু স্কেচ করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে মানব হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের ছবি ঐকেছিলেন আন্দ্রিয়াস ভেস্যালিয়াস তার প্রামাণ্য, লাতিন ভাষাতে লেখা অ্যানাটমি গ্রন্থ (মানবশরীরের গঠনশৈলী) তে। তবে হৃৎপিণ্ডে পালমোনারি ধমনীর সাহায্যে ফুসফুসে রক্ত সংবহনের যে পদ্ধতিটি গ্যালেন ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই তথ্যকে ভুল প্রমাণিত করেন আরবি ইউনানি বা হেকিমি চিকিৎসা পদ্ধতির পথিকৃৎ ইবনে আল নাফিশ সিন্না (আভিসেন্না) তাঁর শারহ তাসরিহ আল কান্নুন গ্রন্থটিতে।

যুগে যুগে মানবদেহে ব্যবচ্ছেদ-এর আইন চালু হওয়ার আগে পশুদেরকেই অসহায় অবস্থায় নির্মমভাবে জীবিত দেহে কাটাছেঁড়া হত। কুকুরের কোরোনারি ধমনীর সাথে মানুষের কোরোনারি ধমনীর সাদৃশ্য খুঁজতেন সাবেকি শল্য চিকিৎসকরা। তবে কুকুরের বাম দিকের কোরোনারি আর্টারি সবল। মানুষের ক্ষেত্রে ডান দিকের কোরোনারি আর্টারি সবল। কুকুরের দেহে রক্ত তঞ্চন এবং ক্ষুদ্রান্তের গঠন হৃদপিণ্ডের গঠন মানুষের প্রত্যঙ্গের থেকে অনেক আলাদা। তবুও শল্যচিকিৎসকরা অনেকবারই মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের ধারণা করার জন্য কুকুরের হৃদপিণ্ডের

ধারণা করার জন্য কুকুরের হৃদ্‌যন্ত্রেই ব্যবচ্ছেদ করে গেছেন। সেজন্যই মানব হৃৎপিণ্ডের গঠন জানাত এবং মানব হৃদযন্ত্রে কৃত্রিম কপটিকা বসানো যায় কি না, তার উদ্দেশ্যে পশুদের ওপর ব্যবচ্ছেদ বন্ধ করে, অন্যভাবে পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন শল্য চিকিৎসকরা। এর জন্য ১৫৪০ সালে অ্যালকোহল আর সালফিউরিক অ্যাসতি মিশিয়ে স্যুইট অয়েল অব ভিট্রিয়ল বা অজ্ঞান করার ওষুধ (ইথার বা অ্যানেস্থিসিয়া) তৈরি করলেন ভালেরিউস কোর্দুস ইংরেজ শল্যচিকিৎসক ডা. ক্রফোর্ড লংও লক্ষ্য করেছিলেন প্রচণ্ড চোট আঘাত পাওয়া অনেক মানুষকে যদি ইথার শোঁকানো যায়, তাহলে তাদের শরীরে ব্যথা বেদনার বোধ থাকে না।

কৃত্রিম হৃদক পাটিকা তৈরির উপায় খুঁজতে গিয়ে ১৭৯৮ সালে শল্য চিকিৎসক ডা. জেমস্ ক্যুরি দেখতে চাইলেন, অত্যন্ত শীতল পরিবেশে (হাইপোথারমিয়া) কীভাবে, অস্ত্রোপচারের সময় মানব হৃদযন্ত্র কাজ করে। তিনি শীতল পরিবেশে (মোটামুটি ৫ ডিগ্রি থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াল উষ্ণতায়) বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে রেখে দেখলেন— তাদের হৃদস্পন্দনের হার কমে গেছে। তাই অস্ত্রেপচারের আগে রোগীর হৃদস্পন্দনের হার কমাতে হাইপোথারমিয়ার সাহায্য নিতেন ডা. জেমস ক্যুরি । হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সময় ফুসফুসকেও যে সবল রাখতে হবে, সেটা বুঝতে পেরেছিলেন ১৮৯১ সালে মার্কিন শল্য চিকিৎসক জর্জ ফেল। তাই অস্ত্রোপচারের আগে ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলিতে কৃত্রিম পদ্ধতিতে বাতাস প্রবেশ করানোর পদ্ধতি বের করেছিলেন তিনি। এই সূত্র ধরেই হার্ট লাং মেশিন তৈরি করে বিড়াল ও মানুষ--- উভয়ের উপরই প্রয়োগ করলেন ডা. জ্যাক গিবন।

তবে, মানব রোগীদের মৃত্যু হল এই হৃৎপিণ্ড ফুসফুসকে সজীব করে তোলার যন্ত্রে ব্যবহার। এই যন্ত্রের উন্নতি ঘটালেন ডা. অ্যাস্থনি অ্যান্ড্রিসন। তিনি দেখালেন যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দেহে রক্ত প্রবাহের গতি কমিয়ে এই যন্ত্রে ব্যবহার সার্থকভাবে করা যায়।

কৃত্রিম হার্ট ভাল্‌ভ তৈরির পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল হৃদ্‌পিণ্ডের গতিকে সচল রাকাণ যন্ত্র বা পেসমেকার। প্রধানত হৃদপিণ্ডের অলিন্দ, নিলয় এবং কপাটিকাগুলির ক্রটিকে ঠিক করার জন্য পেসমেকার ব্যবহৃত হয়। কেজ বল নামক এক ধরনের পেসমেকার এবং তার থেকে হার্ট ভাল্‌ভ তৈরি করলেন দুই চিকিৎসক এ স্টার এবং এল এডওয়ার্ডস। তবে, এই ধরনের যন্ত্র মানব হৃদপিণ্ডে বসালে হলে সঠিক ও নিখুঁত উপায়ে হৃদ্‌পিন্ডে রক্ত সংবহনের বা ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজন ছিল। তবে, ১৬৬৭ সালে চিকিৎসক জঁ দেনিস, পশুর দেহ থেকে মানুষের হৃদযন্ত্রে রক্ত সংবহন করাতে গিয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে হৃদরোগীর শরীরে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

কৃত্রিম হার্ট ভাল্‌ভ তৈরির পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন'। নিজের ওপর এই পরীক্ষাটি সফলভাবে সর্বপ্রথম নিজের হাতে ক্যাথেটার বসিয়ে করে সফল হন ফোর্স্টমান নামক এক চিকিৎসক। ১৯৬১ সালে ফুটবলের রাজপুত্র গিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা জন্মগ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। সত্যজিৎ রায় তাঁর অমর কল্পবিজ্ঞান চরিত্র গিরিডির উশ্রী নদীতীর নিবাসী বিজ্ঞানী ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেন। ওই সালেই হৃদরোগ চিকিৎসার দিকে একটা বড় পদক্ষেপ তৈরি হয় ফ্রান্সে। ডা. কুঁলিন একজনের শিরার অংশ নিয়ে একজন হৃদরোগীর হৃদযন্ত্রে বসান। বেঁচে ওঠেন সেই রোগীটি। শুরু হয় হার্ট বাইপাস সার্জারির যুগ। হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের সময় সংবহিত রক্ত যাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সংস্পর্শে এসে দূষিত না হয়ে যায় তার জন্য ভাল্‌ভ অক্সিজেনারেটর' নামক অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন ইংরেজ শল্য চিকিৎসক---চার্লস ওয়ালটন লিলেহেইল। অস্ত্রোপচারের সময় অ্যাওটা নামক রক্তবহা নালীটি যাতে পেঁচিয়ে গিয়ে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচলে ব্যাঘ্যাত না ঘটায় তার জন্য বিশেষ অ্যাওর্টা ক্ল্যাম্প বা সাঁড়াশি বানালেন শল্য চিকিৎসক ক্লারেন্স ক্রমেফার্ড।

১৯৫২ সালে হৃদ্‌রোগীর অস্ত্রোচপার করছিলেন লন্ডন হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক ডা. হেনরি সৌটার। তিনি এক রোগীর ছোট হয়ে আসা 'মাইট্রাল' কপাটিকাটিকে রক্ত চলাচলের জন্য প্রশস্ত করে তোলেন কপাটিকাটিতে আঙুল প্রবেশ করিয়ে। এই পথ ধরেই হৃদপিণ্ডের 'মাইট্রাল স্টেনোপিস রোগ সারাতে ১৯৪৯ সালে 'ফিংগার ফ্রাকচার অ্যানজিওপ্ল্যাস্টি'। চিকিৎসা চালু করেন ডা. চোয়াইটি হারকিং। কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত 'ব্লু বোধ' নামক নবজাত শিশুদের (ফেইয়োৎ'স টেট্রোলজি) হৃদপিণ্ডকে মেরামত করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেন ব্রিটেনের চিকিৎসকরা ডা. বি সি ব্রক, এন আর ব্যাবেট এবং রেমন্ড ড্যালি। হৃদপিণ্ডের ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) চালু করতে প্রধান ভূমিকা নেন কানাডর টরেন্টো শহরের চিকিৎসকরা। এভাবেই আমাদের শরীরের প্রাণবিন্দুটির সুরক্ষার জন্য যুগে যুদে প্রাণপাত করেছেন ঈশ্বরতুল্য চিকিৎসকরা। তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেন আমরা বলতেই পারি ---'তোমার হৃদমাঝারে রাখবো। ছেড়ে দেবে না। /ছেড়ে দিলে সোনার ধন/ আর তো পাব না।'(সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

কোভিড ১৯ সুস্থ হওয়ার পরেও জটিলতা থাকে শরীরে আক্রান্ত রোগীর

ডা. প্রকাশ মল্লিক

কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গ অনেক সময় মাসের পর মাস থেকে যেতে পারে। এই ভাইরাস, আক্রান্তের ফুসফুস, হৃৎপণ্ডি এবং মস্তিষ্ককে ক্ষতি করতে পারে। ফলস্বরূপ দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য জটিলতার সম্ভাবনা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সাধারণত, বয়স্ক মানুষ যারা কিনা নানা জটিল অসুখের শিকার তাদের ক্ষেত্রে (পোস্ট কোভিড-১৯ সিনড্রোম) অথবা (লং কোভিড-১৯) দেখা যায় তা কিন্তু নয়, কম বয়স্করাও কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য জটিলতার শিকার হতে পারেন।

কোভিড ১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য জটিলতা কী কী হয়? দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, কাশি, গিঁটে গিঁটে ব্যথা, বুকে ব্যথা, মাংসপেশীর ব্যথা, হৃদচঞ্চলতা, স্বাদ গন্ধহীন, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা, চুল পড়ে যাওয়া। বিভিন্ন অঙ্গে কোভিড-১৯ এর কুপ্রভাব -

হৃৎপিণ্ড— কোভিড ১৯ থেকে সেরে ওঠার কয়েক মাস পরও (এমনকি যাদের বিশেষ কোনও উপসর্গ দেখা যায়নি) ইমেজিং টেস্ট করে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশির ক্ষত দেখা গিয়েছে। এই ক্ষত থেকে ভবিষ্যতে হার্ট ফেইলিওর কিংবা অন্য কোনও হৃৎপিণ্ডের অসুখ দেখা দিতে পারে।

মস্তিষ্ক--- কোভিড ১৯ ইনফেকশনের ফলে স্ট্রোক, খিঁচুনি, গুলেন, বারি সিন্ড্রোম (ক্ষণস্থায়ী কর্মক্ষমতা হারায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) হতে পারে, কম বয়সের মানুষও শিকার হতে পারেন এই সব জটিলতার। কোভিড ১৯ ইনফেকশন ভবিষ্যতে পারকিনস ডিজিজ এবং অ্যালঝাইমার্স রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

রক্তজালিকা এবং রক্তজালিকায় রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া জনিত জটিলতাঃ কোভিড ১৯ ইনফেকশন রক্ত কণিকাদের জমিটি বাঁধিয়ে দিতে সক্ষম। এই জমাট বাঁধা রক্ত (ক্লট) যে কোনও ছোটকাটো রক্ত জালিকা থেকে শুরু করে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, কিডনি, লিভার, পা ইত্যাদি অঙ্গে রক্ত চলাচল বন্ধ করে তাদের কর্মক্ষমতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ফলস্বরূপ, হার্ট অ্যাটাক ব্রেন স্ট্রোক, ইত্যাদি ইত্যাদি রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কোভিড -১৯ ইনফেকশন রক্ত জালিকা থেকে রক্তের উপকরণ রক্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করতে দীর্ঘমেয়াদি কিডনি, লিভারের অসুখ ডেকে আনতে পারে। মানসিক জটিলতা - যেসব কোভিড ১৯ ইনফেকশন রোগীর আইসিসিইউতে চিকিৎসা হয়েছে

এবং ভেন্টিলেটরের দ্বারা কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাদের ক্ষেত্রে নানা মানসিক জটিলতা দেখা যেতে পারে, যেমন, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস সিন্ড্রোম, মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেশির ভাগ রোগী যারা কোভিড ১৯ ইনফেকশন থেকে সেরে উঠেছেন, তাদের ক্ষেত্রে ক্রনিক প্যাটিগ সিন্ড্রোম দেখা যায়। এটি একটি বেশ জটিল সমস্যা যেখানে অসম্ভব দুর্বলতা মানসকি কিংবা শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে যেতে থাকে, বিশ্রামেও কমে না সেই দুর্বলতা। সত্যি কথা বলতে, কোভিড-১৯ ইনফেকশন পরবর্তী জটিলতার কতটুকুই বা আমাদের জানা। নতুন ভাইরাস নতুন রোগ, নতুন নতুন উপসর্গ এবং হয়তো বা অজানা অনেক জটিলতা। নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের থেকে পাওয়া তথ্য এবং বিভিন্ন সেন্টারে গবেষণামূলক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত গবেষকদের গবেষণায় উঠে আসা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আমাদের অতিমারির সঙ্গে এই লড়াই। কোভিড-১৯ ইনফেকশন বিষয়ক কিছু কিছু তথ্য জানা গেলেও অনেক কিছু তথ্যই বোধহয় এখনও অজানাই থেকে গিয়েছে। কোভিড -১৯ ইনফেকশন থেকে সেরে উঠলেও ডাক্তারবাবুদের তত্ত্বাবধানে থাকাই শ্রেয়। যে কোনও শারীরিক জটিলতা দেখা দিলেই ডাক্তাররের পরামর্শ জরুরি।

বেশির ভাগ কোভিড -১৯ আক্রান্ত রোগী সেরে উঠছেন এটি একটি সুখবর তো বটেই কিন্তু কিছু কিছু কোভিড- ১৯ আক্রান্ত রোগী নিজেরা রোগ থেকে সেরে ওঠার পরও অথবা এর কারণে কোভিড-১৯ ইনফেকশন ছড়াতে সমক্ষ, কাজেই সংক্রমণের হাত থেকে অন্যকে নিরাপদ রাখতে বিধিবদ্ধ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ভীষণভাবে জরুরি। নিজেরা কোভিড -১৯ আক্রমণ থেকে সেরে উঠলেও নিয়মমাফিক মুখবন্ধনী ব্যবহার করুণ। অযথা জনসমাগম এড়িয়ে চলুন, নিজের হাত বারবার সাবান জলে কুড়ি সেকেন্ড ধরে ধুতে থাকুন, যতদিন না এই মহামারির হাত থেকে সমগ্র পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারি। আশা করি খুব তাড়তাড়ি আশঙ্কার মেঘ কেটে যাবে, আকাশে জ্বলজ্বল করছে স্বস্তির সূর্য।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হোমিওপ্যাথির চিকিৎসার মাধ্যমে সম্ভব যদি হোমিওপ্যাথি ওষুধে মানুষের সঠিক টিকিৎসা করা হয়, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে সুফল পাওয়া যাবে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। ছবি ঃ নিজস্ব

আগামীকাল থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী কোভিড টিকাকরণ শুরু

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স) : আগামীকাল সোমবার থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী কোভিড টিকাকরণ শুরু হবে। এ কারণে গতকাল শনিবার থেকে কো-উইন পোর্টালে নিবন্ধন করার কাজ শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে, সুবিধাভোগীরা একটি ওয়াক-ইন রেজিস্ট্রেশন সুবিধাও পেতে পারেন।

প্রসঙ্গত,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৫ ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, আগামী মাসের তৃতীয় থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্য টিকা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। আর কোভিডের ফ্রন্টলাইন ফাইটাররা জন্য সতর্কতামূলক তৃতীয় বা বুসটার ডোজ ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক টিকাদানের পর্যালোচনা করার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে তার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। এখনও পর্যন্ত, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ১৫০ কোটি ৬৬ লক্ষেরও বেশি কোভিড ভ্যাকসিন ডোজ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রায় ১৬ কোটি ৯৪ লক্ষ অব্যবহৃত ভ্যাকসিন ডোজ এখনও রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছে উপলব্ধ রয়েছে।

কোউইন প্ল্যাটফর্মের প্রধান ডঃ আর এস শর্মা বলেন, কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম সতর্কতামূলক ডোজ ৬০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের দেওয়া হবে যারা তৃতীয়টির জন্য নিবন্ধন করার নয় মাস আগে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন।

বাঘের হামলায় জখম সেই মৎস্যজীবীর মৃত্যু

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স) : মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানতে হল বাঘের মুখে পড়া মৎস্যজীবীকে। শনিবার রাতেই হাসপাতালে প্রাণ হারান তিনি। এখনও বাঁচার লড়াই চালাচ্ছেন আরেক মৎস্যজীবী। সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়েছিলেন দুই মৎস্যজীবী খোকন মুন্ডা ও অমল দণ্ডপাট। তাঁদের মধ্যে অমলের বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ওই মৎস্যজীবীর চিকিৎসার তদারকি করতে যান প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। বাঘে আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গেও কথা বলে মৎস্যজীবীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন কান্তিবাবু। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। হাসপাতাল সূত্রের খবর, গুরুতর জখম হয়েছিলেন অমল দণ্ডপাট। তাঁর মাথা ও চোখে গভীর চোট লাগে। সেই ক্ষত সহ্য করতে পারল না পঞ্চাশোর্ধ অমল দণ্ডপাটের শরীর। শনিবার রাতেই মৃত্যু হয় তাঁর।

বাঘের হামলার ঘটনায় জখম হওয়া ওই দুই মৎস্যজীবীর বাড়ি কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকার নগেনাবাদ গ্রামে। তাঁদের পরিবারের তরফে জানানো হয়, দু'জনে গত বুধবার নগেনাবাদ গ্রাম থেকে ছোট নৌকা নিয়ে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের জঙ্গলের ধারে কাঁকড়া ধরতে। এই দলে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দীপক মণ্ডল নামের আরও এক মৎস্যজীবী। শুক্রবার সন্ধ্যায় যখন তাঁরা বেনিফিলি জঙ্গলের পাশে রংমারি খালের মধ্যে দিয়ে নৌকা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই পাল তোলার সময় এই আক্রমণ হয়। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে একটি বাঘ সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের নৌকার উপর। বাঘের থাবায় সবথেকে বেশি জখম হন অমল দণ্ডপাটই। বাঘের নখের আচড়ে অমলের মাথা ও মুখে মারাত্মক চোট লাগে। একটি চোখ কার্যত উপড়ে যায়। তার পরেও বাঘের মুখ নিজের হাত দিয়ে আটকে ধরায় বাঘ তাঁর ঘাড় কামড়তে পারেনি।

দেশে একদিনে করোনা আক্রান্ত ২৭ হাজারের বেশি, দেড় হাজার ছাড়াল ওমিক্রন সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স) : ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই দেশে একলাফে অনেকটাই বাড়ল করোনায় দৈনিক আক্রান্তর সংখ্যা। তবে কমেছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা ২৭ হাজার ৫৫৩ জন। গতকালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার ৭৭৫। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৮৪ জনের। গতকাল দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪০৬। রবিবারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় মৃতের সংখ্যা ২৮৪।

দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৩২ জন। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনায় ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণ সারিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ৯, ২৪৯।এখনও পর্যন্ত করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৬১। দেশে বর্তমানে অ্যাক্টিভ আক্রান্তর সংখ্যা ১ লক্ষ ২২ হাজার ৮০১। এখনও পর্যন্ত দেশের ২৩টি রাজ্যে ছড়িয়েছে কোভিডের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এই নিয়ে দেশে ওমিক্রন সংক্রমিত ১ হাজার ৫২৫ জন।মহারাষ্ট্রে সবথেকে বেশি ৪৬০ জন আক্রান্ত। দিল্লিতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫১।

ওমিক্রোন আক্রান্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে রাজস্থানে কড়া হচ্ছে করোনা বিধি

জয়পুর, ২ জানুয়ারি (হি.স) : রাজস্থানে করোনার পাশাপাশি ক্রমাগত নতুন ভেরিয়েন্ট ওমিক্রন আক্রান্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে রাজস্থানে কড়া হতে পারে করোনা বিধি নিষেধ। করোনার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী অসোক গেহলট এক জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছেন। এই বৈঠকে সকল দলের নেতা, ধর্ম গুরু ও এনজিও সংগঠন, সমাজসেবীদের সঙ্গে পরিস্থিতির আলোচনা করবেন। ধর্মীয় স্থানগুলি বন্ধ করার পর ধর্মগুরুদের রায় মেনে নতুন গাইডলাইন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। বেশিরভাগ মন্ত্রিরা দুই সপ্তাহের জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। যদি সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ১৫ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের ৩ জানুয়ারি থেকে ভ্যাক্সিনেশনের জন্য বিকল্পও যেতে পারে। নতুন গাইড লাইনে ধর্মীয় স্থানগুলিকে বন্ধ করার বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আজ আমরা সব দল, ধর্মগুরু ও এনজিও সংগঠনকে বৈঠকে আসার আহ্বান জানিয়েছি। আমরা সবার মতামত নিয়ে কাজ করব।

বছরের প্রথম রবিবার শীতের আমেজ শহরে, এক ধাক্কায় পারদ পতন

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স) : বড়দিন-বর্ষবরণের রাতে জাঁকিয়ে শীত উপভোগ করতে পারেনি শহরবাসী। সেই আক্ষেপ যেন কিছুটা পুষিয়ে দিল নববর্ষের প্রথম রবিবার। এক ধাক্কায় ২ ডিগ্রি পারদ পতন কলকাতায়। ফলে এদিন সকাল থেকেই জাঁকিয়ে শীত শহরে। কোভিডের জেরে দলবেঁধে ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপ থাকলেও বছরের প্রথম রবিবার ঠাণ্ডা পেয়ে বেজায় খুশি বাঙালি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিলই। সেই মতো মেঘলা ভাব কাটিয়ে ঝকঝকে আকাশ হতেই হিমেল হাওয়ায় ফের কাঁপছে বঙ্গ। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আগামী চার-পাঁচদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই এখন শুধু জমিয়ে শীত উপভোগের সময়। তাপমাত্রার পারদ আরও বেশ কিছুটা নামতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। আগামি ৭২ ঘণ্টায় আরও নামবে তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিনে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের থেকেও তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নীচে নামতে চলেছে। তাই হাড় কাঁপানো শীতের অনুভূতি পেতে চলেছে রাজ্যবাসী। রবিবার কলকাতা সহ পার্শবর্তী এলাকায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক থাকবে ৯৬ শতাংশ।

রবিবারও পেট্রোল ও ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স) : আজ রবিবারও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। কলকাতা সহ দেশে জ্বালানির মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে। বিগত প্রায় ৫০ দিনেরও বেশি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থির রয়েছে। প্রতিদিনের মতো রবিবারও সকালে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। এদিনের দরও স্থির রয়েছে। কলকাতাতেও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। কলকাতায় আজও পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৪.৬৭ টাকা ও ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৮৯.৭৯ টাকা। দীপাবলির পর থেকে দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থির রয়েছে। কলকাতা সহ দেশের চার মহানগরেই পেট্রোল ও ডিজেলের দামে আজও কোনও পরিবর্তন হয়নি। কিছুদিন আগে দিল্লি সরকার পেট্রোলের ওপর ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৯.৪০ শতাংশ করেছিল। ফলে রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৮.৫৬ টাকা কমেছিল। তারপর থেকে দিল্লিতে পেট্রোলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। দিল্লিতে আজও পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৯৫.৪১ টাকা। ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৮৬.৬৭ টাকা। অন্যদিকে বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে পেট্রোলের দাম ১০৯ টাকা ৯৮ পয়সা। ডিজেলের দাম ৯৪ টাকা ১৪ পয়সা। চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০১.৪০ টাকা। ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৯১.৪৩ টাকা।

আজ মেরঠে মেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স) : আজ রবিবার দুপুরে উত্তরপ্রদেশের মেরঠে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি মেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারি করা এক সরকারি বিবৃতি অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মেরঠের সারদানা শহরের সালাওয়া এবং কাইলি গ্রামে স্থাপিত হবে।

দেশে ক্রীড়ার বিকাশ এবং সমস্ত বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে প্রধানমন্ত্রী সচেষ্ট। কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেরঠে মেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা এই স্বপ্ন পূরণের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হবে।

ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনথেটিক হকি মাঠ, ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি মাঠ, লন টেনিস কোর্ট, জিমনেসিয়াম হল, সিনথেটিক রানিং স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, মাল্টিপারপাস সহ আধুনিক ও অত্যাধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো দিয়ে সজ্জিত হবে।

এটি শুটিং, স্কোয়াশ, জিমন্যাস্টিকস, ভারোত্তোলন, তীরন্দাজ-এর জন্য সুবিধাগুলিও থাকবে, যার মধ্যে ৫৪০ জন মহিলা এবং ৫৪০ জন পুরুষ খেলোয়াড় সহ ১০৮০ জন ক্রীড়াবিদকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

কুমিরমারির বাঘকে ঘুম পাড়ালেন বনকর্মীরা, স্বস্তি ফিরল গ্রামজুড়ে

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স) : অবশেষে গোসাবার গ্রাম জুড়ে স্বস্তি ফিরল। বছর পয়লাতেই বাঘের আতঙ্ক গ্রাস করেছিল, শনিবার রাতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে খাঁচাবন্দি বাঘ এখন ঘুমোচ্ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে কুমিরমারি। কুমিরমারি গ্রামে রাতের অন্ধকারে উঁকি দিয়েছিল রয়্যাল বেঙ্গল।

শনিবার রাতে হঠাৎ বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে শোরগোল পড়ে গেছিল কুমিরমারি গ্রামে। তারপর দেখা যায় স্থানীয় হরিপদ মণ্ডল ও নিতাই সরদারের কলাবাগান থেকে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘকে উঁকি মারতে। কাদামাটির মাঝে দেখা গেছিল তার মস্ত থাবা। সেই বাঘকে রাতেই কব্জা করেছেন বনকর্মীরা। ওই বাগান ঘিরে ফেলেন জাল দিয়ে। ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কুমিরমারির এই বাঘকে কাবু করতে এরপর বেশি বেগ পেতে হয়নি। এলাকার বাসিন্দারাও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

বন দফতর জানিয়েছে বাঘটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সুস্থ হলেই ছেড়ে দিয়ে আসা হবে অন্য কোনওদিকের গভীর কোনও জঙ্গলে।

বছরের প্রথম দিনেই সুন্দরবনের একাধিক লোকালয়ে বাঘ বেরিয়ে এসেছে। কুলতলির মৈপিঠে বাঘের হানায় জখম হয়েছেন দুই মৎস্যজীবী। গোসাবাতেও এক ফরেস্ট গার্ড অফিসারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দক্ষিণরায়। কুমিরমারির বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে আপাতত এলাকায় স্বস্তি ফেরানো গেছে। তবে যেভাবে বিগত কয়েকদিন বাঘ জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে একের পর এক, তাতে আতঙ্ক থেকেই যাচ্ছে সুন্দরবনে।

খারাপ আবহাওয়ার কারণে সিডিএস জেনারেলের হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, তদন্তে মিলল ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স) : দেশের প্রথম সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের হেলিকপটার গত ৮ ডিসেম্বর দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল কিনা তা বায়ুসেনার পক্ষ থেকে তদন্ত করা হয়েছে। তমিলনাড়ুর কুন্নুরে এই দুর্ঘটনায় জেনারেল রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী মধুলিকাসহ ১৪ মারা গিয়েছিলেন। এয়ার মার্শল মানব সিংয়ের নেতৃত্বে গঠিত করা হয়েছে তদন্ত কমিটি। সরকার বা বায়ুসেনা কেউই রাওয়াতের দুর্ঘটনা নিয়ে সরকারিভাবে এখনও কোনও বিবৃতি দেয়নি। তবে, সূত্রের খবর ওই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে যে তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছিল, সেই কমিটির রিপোর্টে উঠে এসেছে, খারাপ আবহাওয়ার জন্য দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

গত ৮ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর কুন্নুরে এক চপার দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত। জেনারেল রাওয়াতের স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত-সহ ওই চপারে সওয়ার ১৪ জনের প্রত্যেকেই প্রয়াত হয়েছেন। সুলুরের সেনা ছাউনি থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই সিরিজের চপারটি ওয়েলিংটনের সেনাঘাঁটির দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি ভেঙে পড়ে। নীলগিরি পর্বতের নানজাপ্পান চাথীরামের কাত্তেরি পার্কের জঙ্গলে ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় কপ্টারে।

যদিও, তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পরে দুর্ঘটনার কারণগুলি বিস্তারিত জানার চেষ্টা করতে পারে। দুর্ঘটনার এক মাসের মধ্যে কমিটি ত্রিমুখী তদন্ত শেষ করে আইনি পর্যালোচনার জন্য প্রতিবেদন পাঠাবে। এটি চূড়ান্ত করতে প্রায় ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগবে, তারপরে তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে, তবে তদন্ত কমিটি জানতে পেরেছে যে নীলগিরিতে বিধ্বস্ত হওয়া সিডিএস জেনারেলের হেলিকপ্টারটি সম্পূর্ণভাবে চালু ছিল এবং পাইলটের সঙ্গে তার সমস্ত সরঞ্জাম ছিল। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কাজ অবস্থায় ছিল, প্রযুক্তিগত ভাষায় একে বলা হয় সিএফআইটি অর্থাৎ "নিয়ন্ত্রিত ফ্লাইট ইনটু টেরেইন"। তা সত্ত্বেও, ত্রুটিপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে ক্রুরা খারাপ আবহাওয়ায় ঘুরে বেড়ানোর কারণে সিডিএস হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। তদন্ত কমিটি বিমান বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবানবন্দি রেকর্ড করেছে। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় লোকজনের সঙ্গেও তিনি কথাবার্তা হয়। দুর্ঘটনার আগে যে মোবাইল ফোন থেকে ভিডিওটি তোলা হয়েছিল সেটিও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

হাইলাকান্দির কুন্দানালায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বস্ত্র বিতরণ

হাইলাকান্দি (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ইংরেজি নববর্ষের দ্বিতীয় দিন আজ রবিবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুস্থদের হাতে শীতবস্ত্র সহ অন্যান্য জামা-কাপড় তুলে দিয়েছে হাইলাকান্দির অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'যুবদৃষ্টি'। এদিন দক্ষিণ হাইলাকান্দির প্রত্যন্ত অঞ্চল কুন্দানালায় অবস্থিত ইসকন মন্দিরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন যুবদৃষ্টি-র সভাপতি অঞ্জন সাহা। পরে ইসকন মন্দিরের ছাত্রাবাসের পড়ুয়া সহ স্থানীয় গ্রামের প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক উপজাতি মহিলা, পুরুষ সহ কচিকাঁচাদের হাতে শীতবস্ত্র ও অন্য বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে যুবদৃষ্টি-র পক্ষ থেকে। জামা-কাপড় ও শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছেন সভাপতি অঞ্জন সাহা, সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ দেবনাথ, উপ-সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রচার সম্পাদক অনিন্দ্যকুমার নাথ, কার্যনির্বাহী সদস্য ড় মিলন দাস, প্রজ্ঞা দেব, দীপঙ্কর দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের শেষের দিকে হাইলাকান্দির কয়েকজন উদীয়মান যুবক যুবদৃষ্টি নামের একটি সংগঠনের জন্ম দিয়ে আজ রবিবার প্রথম জনগণের সহায়তায় হাত দেন।

করোনার বাড়বাড়ন্তে হরিয়ানায় জারি নিষেধাজ্ঞা, পাঁচ জেলায় বন্ধ স্কুল-কলেজ

চণ্ডীগড়, ২ জানুয়ারি (হি.স) : সারা দেশে করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তে উদ্বেগ ঘনিয়েছে। করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। করোনা সংক্রমণের এই বাড়বাড়ন্তের পরিপ্রেক্ষিতে হরিয়ানা সরকার বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারির পথে হাঁটল।

মহামারী সুরক্ষিত হরিয়ানার নয়া নির্দেশিকা অনুসারে, রাজ্যের পাঁচ জেলায় সিনেমা হল, থিয়েটার, স্কুল-কলেজ জিম পুরোপুরি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এছাড়াও হরিয়ানা সরকার করোনা টিকাকে বাধ্যতামূলক করেছে। ভ্যাকসিন না নিলে কোনও পরিষেবা চালু না করার আর্জি জানানো হয়েছে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশে বলা হয়েছে, একমাত্র সম্পূর্ণ টিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সব্জির বাজারে প্রবেশ, গণ পরিবহণ, ধর্মস্থান, রেস্তোরাঁ ও অন্যান স্থানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে জেলাগুলিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, সেগুলি হল- গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, পঞ্চকুল্লা, আম্বালা ও সোনিপত। সরকারি নির্দেশিকার পর এই জেলাগুলিতে স্কুল-কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও কিছু জায়গায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এই পাঁচ জেলায় মল ও বাজার সন্ধে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। সেইসঙ্গে সিনেমা হল, স্পোর্টস কমপ্লেক্স আপাতত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ বহাল করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

যাত্রীবাহী বাস নদীতে পড়ে তিন যাত্রী মৃত, আহত ২৫, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আলিরাজপুর, ২ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের আলিরাজপুরের চাঁদপুরের কাছে রবিবার ভোরে খান্ডওয়া-বরোদা জাতীয় সড়কে একটি কালভার্ট পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাস একটি নদীতে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় বাসে থাকা তিনজন মারা যান ও আহত হন ২৫ জন। নিহতদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও এক বছরের এক শিশু রয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের বাস থেকে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে মামলার তদন্ত শুরু হয়। দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

এসডিওপি শ্রদ্ধা সোনকার জানান, একটি বেসরকারি ট্রাভেলসের যাত্রীবাহী বাসটি ছোট উদয়পুর থেকে আলিরাজপুরের দিকে আসছিল। রবিবার ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটে চাঁদপুরের কাছে চালক ঘুমানোর পর বাসটি কালভার্ট থেকে মেলাখোদারা নদীতে পড়ে যায়। পথচারীদের খবরে পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের বের করে অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, বাসে ৪২ জন ছিলেন। জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বামী-স্ত্রী ও এক বছরের শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ২৫ জন যাত্রী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ৯ জন নারী রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ শিশুও আহত হয়েছে। একই সময়ে, কয়েকজনের সামান্য আঘাত ছিল, যাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কালেক্টর মনোজ পুষ্প, এসপি মনোজ কুমার সিং এবং অন্যান্য আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ কাজের খোঁজখবর নেন।

প্রধানমন্ত্রী অঘোধনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন, শ্রদ্ধা নিবেদন শহীদদের প্রতি

মেরঠ, ২ জানুয়ারি (হি.স) : রবিবার মেরঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অঘোধনাথ মন্দিরে প্রার্থনা করেন। এরপর শহীদ স্মৃতিসৌধে পৌঁছে তিনি ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীদের প্রতি প্রণাম করেন। রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রধানমন্ত্রীকে অঘোধনাথ মন্দির কমপ্লেক্সে স্বাগত জানান। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মেরঠের সালওয়াতে মেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে আসেন। আজ প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টারটি মেরঠ ক্যান্টের সেনা হেলিপ্যাডে নামে। সেখান থেকে সড়কপথে অঘোধনাথ মন্দিরে পৌঁছায় প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। সেখানে রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। অঘোনাথ মন্দিরে প্রার্থনা করেন প্রধানমন্ত্রী। একই সময় প্রধানমন্ত্রী১৮৫৭ সালের বিপ্লবে অঘোধনাথ মন্দিরের গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে জানানো হয়। এখান থেকে প্রধানমন্ত্রী গাড়িতে করে ভৈনশালি ময়দানের পিছনে অবস্থিত রাজ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম জাদুঘর কমপ্লেক্সে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে পৌঁছান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী অমর জওয়ান জ্যোতিতে ১৮৫৭ সালের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর স্বাধীনতা সংগ্রাম জাদুঘরও পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এখানে সম্প্রতি করা ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের গ্যালারিও পরিদর্শন করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী গাড়িতে করে সেনা হেলিপ্যাডে ফিরে আসেন এবং হেলিকপ্টারে করে সালাভা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হন। এ সময় পুরো সেনানিবাস এলাকায় নেয়া হয় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এসপিজি এবং এনএসজি কমান্ডোর সঙ্গে ভারী পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এ সময় পুরো ক্যান্টনমেন্ট এলাকার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর আগমনের আগেই মিরাটে পৌঁছে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এর পরে, মুখ্যমন্ত্রী অঘোধনাথ মন্দিরের ব্যবস্থার খতিয়ে দেখেন।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির ১৬তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

যেসব খাদ্যাভ্যাসে বয়সের ছাপ বাড়ে

শর্করা জাতীয় খাবার কম খাওয়া ও ত্বকের আর্দতা রক্ষা করার মাঝে কোন বিকল্প নেই।

ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত এর যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য প্রতিদিন সানব্লক ব্যবহার করা, ভালো মতো মুখ ধোয়া এবং সঠিক প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত।

এসব বিষয় ছাড়াও ত্বকের সুস্থতায় খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও মানসিক চাপ কমানো ত্বকের সুস্থতায় অপরিহার্য।

আর ত্বকের জন্য ক্ষতিকর ও দ্রুত বয়সের ছাপ ফেলে এমন কয়েকটি খাবারের নাম উঠে এসেছে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ মূলক গবেষণায়।

অতিরিক্ত চিনি খাওয়া: খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত চিনি বা শর্করা-জাতীয় খাবার থাকা স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, এটা স্বাস্থ্য ঝুঁকির পাশাপাশি ত্বকের ওপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে দেখা দেয় দ্রুত বয়সের ছাপ।

বস্টনের 'ব্রিগাম অ্যান্ড উইমেন'স হসপিটাল অ্যান্ড হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল'য়ের গবেষকদের করা গবেষণার বরাত দিয়ে ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, একটা চিনির অণু প্রোটিন বা লিপিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'অ্যাডভান্সড গ্লাইকেশন এন্ড (এজিই) প্রোডাক্ট' সৃষ্টি করে। যা ত্বকের বয়স দ্রুত বাড়ায়।

পাবমেড ডটগভ'য়ে প্রকাশিত 'স্কিন থেরাপি লেটার' অনুযায়ী, এর ফলে ত্বক দেখতে বুড়োটে লাগে এবং এর আরোগ্য লাভের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে ত্বকে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার: খাবার তালিকায় চর্বি অত্যাবশ্যকীয় একটা উপাদান। তবে এর অতিরিক্ত গ্রহণ ত্বকের ক্ষতির কারণ হয়।

২০২০ সালে 'নিউট্রিয়েন্টস'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার ত্বকের প্রদাহ বাড়ায়। ফলে ত্বক দেখতে বয়স্ক লাগে এবং সহজের ক্লান্তির ছাপ ফুটে ওঠে।

অতিরিক্ত 'ফাস্ট ফুড': বলা হয়ে থাকে 'ফাস্ট ফুড' বা ভাজাপোড়া-জাতীয় খাবার দ্রুত ত্বকে বয়সের ছাপ ফেলে। কারণ ভাজা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্মুক্ত রেডিকেল নিঃসৃত হয় যা ত্বকের কোষে অতিরিক্ত ক্ষয় ঘটায়। ফলে ত্বকে ফুটে ওঠে নেতিবাচক ছাপ। ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন'য়ের অনলাইন সাময়িকী পিএমসি'তে প্রকাশিত 'ডার্মাটোলজি রিসার্চ অ্যান্ড প্র্যাকটিস' প্রতিবেদন অনুসারে, এই উন্মুক্ত রেডিকেলগুলো ত্বকে প্রবেশ করে স্থিতিস্থাপকতার ওপর প্রভাব ফেলে এবং ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ ফেলে।

আর্দতা হারানো: যে কোনো ধরনের ত্বকের জন্য এর আর্দতা রক্ষা করা প্রয়োজন। রূপচর্চায় ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।

পর্তুগালের 'ইউনিভার্সিডেড লুসোফোনা'স রিসার্চ সেন্টার ফর হেল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিস'য়ের করা 'বায়োমেডিকেল অ্যান্ড বায়োফার্মাসিটিকেল রিসার্চ'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, যারা দিনে দুই লিটার পানি পান করেন তাদের ত্বকের আর্দতা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি বজায় থাকে।

পর্যাপ্ত পানি পান ত্বকের জন্য ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

প্যানিক অ্যাটাক' নিয়ন্ত্রণের কৌশল

আতঙ্কিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারানো হঠাৎ করেই ঘটতে পারে।

নিজের অভিজ্ঞতা না হলে 'প্যানিক অ্যাটাক' কী বা এর ফলে কেমন আতঙ্ক অনুভূত হয় তা বোঝা সম্ভব নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি'র মনোবিজ্ঞানী ডা. ড্যানিয়েল ফোরশি এটিকে বর্ণনা করেছেন, "তীব্র ভয় বা অস্বস্তির আকস্মিক ঢেউ হিসেবে, যা মিনিটের মধ্যে চরমে পৌঁছে যায়। ফলে হৃদগতির বৃদ্ধি, ঘাম, ধরফর ভাব, বুকে ব্যথা, বমি ভাব, মাথা ঘোরা, হাত বা পায়ে অসারতা ইত্যাদির সমস্যা দেখা দেখা দিতে পারে।"

'ডায়াফ্রাগমেটিক' বা ছন্দাকারে শ্বাস নেওয়া

ডা. ফোরশি পিওর ওয়াও ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেনে বলেন, "'প্যানিক অ্যাটাক' শারীরবৃত্তীয় সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ এই সময় মস্তিষ্ক বিশ্বাস করে যে তার সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে (যেমন যুদ্ধ বা ফ্লাইট মোডে)।"

"তাহ, প্যানিক অ্যাটাক দেখা দিলে সবচেয়ে কার্যকর কৌশলগুলোর মধ্যে একটি হল 'ডায়াফ্রাগমেটিক' বা ছন্দাকারে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। কারণ এই সময়ে দেহ টানটান হয়ে পড়ে এবং বুক থেকে ছোট ছোট ও ঘন শ্বাস নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় যা মস্তিষ্কে যন্ত্রণা ও অস্বস্তির সংকেত পাঠায়।"

তাই এই সময়ে ছন্দাকারে শ্বাস নেওয়া দেহকে আরাম অনুভূত করায় এবং মস্তিষ্কে নিরাপদে আছে এমন সংকেত পাঠায়।

চিন্তায় পরিবর্তন আনা

ডা. ফোরশির মতে, "কেউ যখন প্যানিক অ্যাটাকে ভোগেন তখন তাদের মন বলে যে তারা কোনো কিছুর প্রতি ভীত।"

এই চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বরং এর বিপরীত চিন্তা করা নিজের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন। তাই কোনো খারাপ সময়ে 'এমনটা হলে কতটা খারাপ হবে' চিন্তা না করে বরং 'এমন খারাপটা না হলে কেমন হবে' তা ভাবা মস্তিষ্ক ও মন দুইয়ের জন্যই উপকারী।

এড়িয়ে চলার মতো আচরণ থেকে বিরত থাকুন

ডা. ফোরশি বলেন, "অনেকেই প্যানিক অ্যাটাক হলে বাইরের পরিবেশ, মানুষ, জায়গা বা কাজ থেকে দূরে থাকেন।"

যেমন- কোনো রেস্তোরাঁয় গেলে বা গাড়ি চালানোর সময় 'প্যানিক অ্যাটাক' দেখা দিলে সম্পূর্ণভাবে সেই কাজ বা সেই রেস্তোরাঁ এড়িয়ে চলেন।

ব্যাখ্যা করে এই মনোবিজ্ঞানি বলেন, "'প্যানিক অ্যাটাক'য়ের সম্মুখীন হলে মস্তিষ্ক আপনার ক্ষমতার ওপর আস্থা এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য যা প্রয়োজন তার ঠিক বিপরীত আচরণ করে। বা 'এড়িয়ে চলার আচরণ' শুরু করে।" এমন আচরণ ভয়কে আরও স্থায়ী করে এবং মস্তিষ্কে চাপ বাড়ায়।

তাই ধীরে ধীরে এমন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা ভীতি কমায় ও মস্তিষ্ককে স্বস্তি দেয়।

লোশন ও ক্রিম- মাখতে হয় আলাদা সময়ে

লোশন এবং ক্রিম- কোন পরিস্থিতিতে কোনটা ভালো সেটা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে। আর উত্তর পেতে প্রথমে জানতে হবে লোশন আর ক্রিমের মধ্যে পার্থক্যটা। ওয়েলঅ্যান্ডগুড' ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে দুজন চিকিৎসকের পরামর্শ তুলে ধরা হয়। তারা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের সনদস্বীকৃত অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ ও 'ইমিউনোলজিস্ট' রাতিকা গুপ্তা এবং আরেক সনদস্বীকৃত ত্বক বিশেষজ্ঞ অ্যানি গঞ্জালেস।

লোশন কী? লোশন মূলত এক ধরনের 'ময়েশ্চারাইজার' যার প্রধান উপাদান হল পানি। সঙ্গে থাকে কিছু তেল আর আর্দতা সরবরাহকারী উপাদান।

গুপ্তা বলেন, "লোশনে পানির পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে তা গায়ে মাখার পর ত্বক আঠালো হয় না। তবে আর্দতা আটকে রাখতে ক্রিমের মতো কার্যকর নয়। হালকা হওয়ার কারণে গরমের দিনেও লোশন ব্যবহার করতে পারবেন।" পাশাপাশি লোশন খুব দ্রুত শরীরে শোষণ হয়। এর সর্বোচ্চ গুণাগুণ উপভোগ করতে গোসলের নূন্যতম তিন মিনিট পর লোশন ব্যবহার করা উচিত। যাদের ত্বক খুব বেশি শুষ্ক নয় তাদের জন্য লোশন আদর্শ।

ক্রিম কী? গুপ্তা বলেন, "ক্রিমে পানির মাত্রা কম, তাই তা অনেক ঘন। সাধারণত এতে অর্ধেক পানি আর অর্ধেক তেল থাকে।"

লোশনের তুলনায় এর আর্দতা সরবরাহের ক্ষমতা বেশি। যাদের ত্বক প্রচণ্ড শুষ্ক এবং সংবেদনশীল তাদের জন্য ক্রিম আদর্শ। কারণ তাদের ত্বকের বাইরের দিকের সুরক্ষা কবচটাকে আরও শক্তিশালী করতে চাই শক্তিশালী উপাদান। বিশেষত, যাদের একজিমা আছে তাদের ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। আবার শীতকালে ক্রিম ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ এই ঋতুতে সবার ত্বকই শুষ্ক হয়ে যায়।

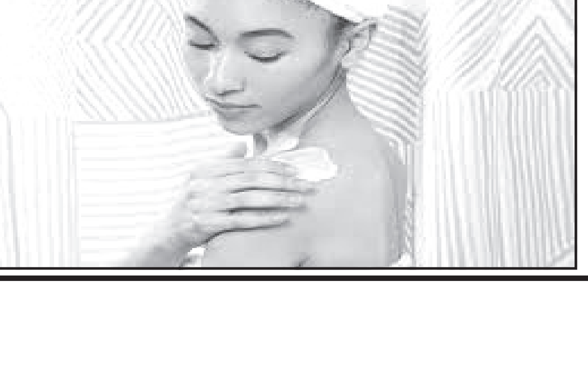

রুম হিটারের দরদাম

বিদ্যুত বিলের হিসাব করলে এয়ারকন্ডিশনার'য়ের তুলনায় 'রুম হিটার'য়ের খরচ অনেক কম।

এক হাজার ওয়াটের একটি 'রুম হিটার' এক ঘণ্টা চালালে বিদ্যুত খরচ হয় এক ইউনিট।

এই যন্ত্রগুলোর দামদর ও ধরন জানতে কথা হয় গুলিস্তানের বায়তুল মোকাররাম মার্কেটে অবস্থিত ইনসাফ ইলেক্ট্রনিক্স'য়ের কর্ণধার গোলাম রাব্বানিয়ের সঙ্গে।

রাব্বানি বলেন, "সচরাচর এক হাজার থেকে আড়াই হাজার ওয়াট পর্যন্ত রুম হিটার বাজারে বেশি বিক্রি হয়। তবে অনেক রুম হিটার'য়ের প্যাকেটের গায়ে লেখায় থাকে তা কতটুকু আয়তনের ঘর গরম করতে সক্ষম।"

যেমন মিয়াকো ব্রান্ডের 'পিটিসি ১৫৮ এস'য়ের প্যাকেটের গায়ে বলা আছে তা সর্বোচ্চ ৪০০ বর্গফুটের ঘর গরম করতে পারবে।

এর ওয়াট ২০০০, তবে ১০০০ ওয়াট ক্ষমতাতেও তা চালানো যায়।

১০০০ ওয়াট বা তার বেশি ক্ষমতার 'রুম হিটার' ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক বোর্ড বা 'মাল্টিপ্লাগ' ব্যবহার করতে হবে।

মিয়াকো'য়ের এই 'রুম হিটার'টি ১৮০ ডিগ্রি 'অ্যাঙ্গেল' পর্যন্ত ঘুরতে পারে। এতে আছে 'অটো থার্মোস্ট্যাট' সুবিধা অর্থাৎ ঘরের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পৌঁছালে তা সয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

শুধু তাই নয়, 'হিটার'টি অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলেও তা বন্ধ হয়ে যাবে নিজে নিজেই। দুর্ঘটনা এড়াতে 'হিটার'য়ে এই সুবিধা থাকা জরুরি। সয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় না এমন 'রুম হিটার' বন্ধ করতে ভুলে গেলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রবল।

মিয়াকো ব্রান্ডের 'পিটিসি ১৫৮ এস'য়ের দাম ২,৬৫০ টাকা।

মিয়াকো ব্রান্ডের আরও পরিচিত মডেল হল '১০এম' (২,৫৫০ টাকা), 'পিটিসি এ৩' (২,২০০ টাকা), 'পিটিসি ৬০২' (২৯৫০ টাকা)। লম্বা ধরনের 'রুম হিটার'গুলোকে বলা হয় 'টাওয়ার টাইপ রুম হিটার'। মিয়াকো'র 'টাওয়ার টাইপ হিটার'য়ের দাম হবে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা। মিয়াকোর পিটিসি ৯০৪এ---র দাম ২,৫০০ টাকা। পিটিসি ওয়াইএএস ১,৩০০ টাকা। পিটিসি ওয়াইএইচ ০৮ আর পিটিসি ৫৭৯- ৩ হাজার টাকা। পিটিসি ০৫৭৮-এর দাম পড়বে সাড়ে ৪ হাজার টাকা এবং পিটিসি ৩১১-এর দাম ৭ হাজার টাকা।

আরেকটি পরিচিত বর্যান্ড নোভা। নোভা ১২০৪ মডেলটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দাম ১,২০০ টাকা। এতে 'অটো থার্মোস্ট্যাট নেই। ঘোরে তবে ১৮০ ডিগ্রি না, সামান্য পরিমাণ। 'অটো থার্মোস্ট্যাট' আছে এমন নোভা 'রুম হিটার' নিতে চাইলে ১,৫০০ টাকা বা তার বেশি খরচ পড়বে।

এছাড়াও ওয়াল্টন, ওশান, কমেট, নিউ সনিক, ফিলিপল, শাওমি, ভিশন, রিম্যাক্স ইত্যাদিও বেশ পরিচিত।

ওশান কিনতে চাইলে গুনতে হবে প্রায় নুন্যতম ২,৫০০ টাকা। সনি ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে দাম আরেকটু বেশি, শুরু হবে ৫ হাজার টাকা থেকে।

দামি হিটারের মধ্যে আরও আছে রোওয়া ও ডিলোংহি।

রোওয়া'য়ের ১৮০০ ওয়াটের অটোহিটারের দাম সাড়ে ৭ হাজার টাকা। ২ হাজার ওয়াটের দাম ৮ হাজার টাকা এবং ২,২০০ ওয়াটের দাম পড়বে ৯,৫০০ টাকা।

ডিলোংহি'য়ের দাম শুরু হয় ৬ হাজার থেকে। ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত চড়তে পারে।

যে কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বড় দোকানে হিটার পাওয়া যায়। গুলিস্তান স্টেডিয়াম মার্কেট ছাড়াও মিরপুরের স্টেডিয়াম মার্কেট, নিউমার্কেট, ইস্টার্ন প্লাজা, মোতালেব প্লাজাতে রুম হিটার পাওয়া যাবে।

এয়ারকন্ডিশনারের মতো দেয়ালে বসানো যায় এমন 'রুম হিটার'ও আছে।

নিউমার্কেটের চিশতি ট্রেডার্স'য়ের শামীম আহমেদ দেখান মিয়াকো আর বুশরা ব্র্যান্ডের দুটি এমন হিটার। দুটোরই সঙ্গে আছে রিমোট। দেয়ালে না রেখে টেবিলে রেখেও ব্যবহার করা যায়।

'হিটিং মোড' বদলে কম গরম, বেশি গরম করা যায়। আধা ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত টাইমার দেওয়া যায়।

শুধু ফ্যান হিসেবেও এগুলো ব্যবহার করা যাবে। মিয়াকোর দাম ৬ হাজার এবং বুশরা'র দাম ৭ হাজার বলে জানান শামীম। ফিলিপস, প্যানাসনিক ইত্যাদি ব্র্যান্ডেরগুলো কিনতে চাইলে ট্রান্সকম, বেস্ট বাই ইত্যাদি শোরুমে ঢুঁ মারতে পারেন।

সাবধানতা সয়ংক্রিয়ভাবে যদি বন্ধ না হয় তবে একটানা ১ ঘণ্টার বেশি যন্ত্রটি চালু রাখা উচিত নয়। আর তা চালিয়ে রেখে ঘুমানোর তো প্রশ্নই আসে না। এক ঘণ্টাতেই ঘর গরম হয়ে যায়। ঘর ঘরম হয়ে গেলে বন্ধ করে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে আবার চালু করা উচিত। আরও নিরাপদ থাকতে ঘুমানোর এক ঘণ্টা আগে শোবার ঘরে হিটার চালিয়ে রাখুন। ঘুমানোর আগে বন্ধ করে দিন।

হিটারটি অবশ্যই সমতল স্থানে রাখতে হবে, অন্যথায় 'থার্মোস্ট্যাট' ঠিকভাবে কাজ করবে না। রুম হিটার বাতাস থেকে আর্দতা কমিয়ে দেয়, সঙ্গে বাড়ায় বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডে'য়ের মাত্রা।

আর্দতা বজায় রাখতে হিটার যে ঘরে চলছে সেখানে নিরাপদ দূরত্বে একটি ছড়ানো পাত্রে পানি রাখতে পারেন। অবশ্যই হিটারে পানি লাগতে দেওয়া যাবে না।

ভাত-ঘুম: বদভ্যাস নয়, এর রয়েছে দারুণ সব উপকারিতা

ভাত-ঘুমের উপকারিতার সপক্ষে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি রয়েছে। বাংলাদেশে অনেকেই দুপুরে খাওয়ার পর কিছুটা ঘুমিয়ে নেন। যাকে বাংলায় বলা হয় ভাত-ঘুম। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমানোকে যদিও অনেক সময় আলসেমি মনে করা হয়। কিন্তু দশ থেকে কুড়ি মিনিটের ভাত-ঘুমের অনেক উপকারিতা রয়েছে।

এর পক্ষে এখন অনেক বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি রয়েছে। সব বয়সের জন্যই ভাত ঘুম উপকারী। এমনকি নতুন এক গবেষণা বলছে, এটি হয়তো আপনাকে আরও বেশি দিন বাঁচতে সাহায্য করবে।

ভাত-ঘুমের সংস্কৃতি ভাত-ঘুম নাকি বাঙালির বদভ্যাস। কিন্তু এর সংস্কৃতি রয়েছে বিশ্বের অনেক দেশে। ইউরোপের অনেক ভাষায় ভাত-ঘুমকে বলা হয় সিয়েস্তা। আর ইংরেজিতে পাওয়ার ন্যাপ। শব্দগুলো বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে মানেই হল,শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের নানা দেশে এর সংস্কৃতি রয়েছে।

ইউরোপের যে দেশগুলোতে খানিকটা গরম আবহাওয়া রয়েছে, যেমন গ্রীস ও স্পেনে সিয়েস্তা নামে পরিচিত ভাত-ঘুম সেখানকার মানুষের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বলা হয় দুপুর দুইটার পরে এই দেশগুলো নাকি ঝিমিয়ে পড়ে। ইউরোপের কিছু শহরে এমনকি সেখানকার মানুষের সিয়েস্তার আইনি অধিকার রয়েছে। গ্রীস ও স্পেনে দুপুরের পরে ঘুমকে সিয়েস্তা বলা হয়। রিফ্রেশ বাটন দিনভর নানা কাজের চাপের মাঝে কম্পিউটারের "রিফ্রেশ বাটনের" মতো কাজ করে ভাত-ঘুম।

দুপুরের পর দিনের বাকি সময়টুকু সতেজ বোধ করা এবং মন মেজাজ ভালো রাখতে ভাত-ঘুম বেশ কাজে আসে।

যে ধরনের কর্মশক্তি নিয়ে দিন শুরু হয় সেটি দিন গড়ানোর সাথে সাথে সেই কর্মশক্তি কমে আসতে শুরু করে। ন্যাপ বা ভাত-ঘুম শরীরের কর্মশক্তি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে, বলছেন লন্ডনের ঘুম বিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠান দ্যা স্লিপ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, ঘুম বিশেষজ্ঞ গাই মেডোজ।

'আমরা যখন ঘুম থেকে উঠি, আমাদের মস্তিষ্কে এডেনোসিন নামে একটি রাসায়নিকের ক্ষরণ বাড়তে থাকে। আমরা যত বেশি সময় ধরে জেগে থাকি, আমাদের মস্তিষ্কে এর উপস্থিতি ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং শরীরে ঘুম-ভাব তৈরি হতে থাকে।'

চলছে "ঘুমের মহামারি": ঘুম না হলে যেসব সমস্যা হতে পারে

ঘুম নিয়ে যেসব ধারণা আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে

সুস্বাস্থ্যের জন্য আট ঘণ্টা ঘুম কতটা জরুরী? ভাত-ঘুমে কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। গাই মেডোজ বলছেন, 'যখন আমরা ন্যাপ নেই তখন এডেনোসিনের ব্যাবহার কমে আসে, এটি সংরক্ষিত হয়। যার ফলে কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আমরা সতেজ অনুভব করি, মেজাজ ভালো বোধ করি।' এর ফলে বিকেলের দিকে কাজে মনোযোগ বেশি দেয়া সম্ভব হয়, কাজে ভুল করার সম্ভাবনা কমে।

তার মতে ভাত-ঘুমের সময়কাল হওয়া উচিৎ ১০ থেকে ২০ মিনিট। ভাত-ঘুম উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। তারমানে হৃদপিণ্ড ও কিডনির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

আর শরীরের এই যন্ত্রগুলো ভালো থাকলে আরও অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকবে। ঘুম বিষয়ক গবেষক এবং 'টেক এ ন্যাপ, চেঞ্জ ইওর লাইফ' বইয়ের লেখক সারা মেডনিক বলছেন, ন্যাপ সবচেয়ে বেশি কাজ করে যদি এর সময়কাল ৬০ থেকে ৯০ মিনিট হয়। 'যদি আমরা মস্তিস্কের স্মরণশক্তি, সৃজনশীলতা, কোন কিছু বোঝার ক্ষমতা বাড়াতে চাই তাহলে ৯০ মিনিট পর্যন্ত ন্যাপ দরকার হয়।'

সুস্বাস্থ্যের জন্য দিনে কতটা ঘুম দরকার ঘুম ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব, কিন্তু ভালো ঘুমের রহস্য কী?

বোবায় ধরা কী, কেন হয়, পরিত্রাণ পাবেন কীভাবে সব বয়সের জন্যই ভাত ঘুমউপকারী। মনের উপরে প্রভাব ঘুম মন ভালো রাখার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ইশরাত শারমিন রহমান বলছেন, শরীরে মন ভালো রাখার যে হরমোনগুলো রয়েছে ঘুম সেগুলোর ভারসাম্য তৈরি করে ঘুম।

'বেশি সময় জেগে থাকলে সেই ভারসাম্য নষ্ট হয়। ঘুমালে হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা হয়, চাপ সৃষ্টিকারী হরমোন কম ক্ষরণ হয়। মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায়, তাতে মনের চাপ, উদ্বেগ দুর হয়, মুড ভালো থাকে, চিন্তার প্রক্রিয়া ভালো কাজ করে।'

যেভাবে উৎকৃষ্ট ভাত-ঘুম নিতে পারেন কেউ কেউ আছেন কোথাও গা এলিয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু সবাই তা পারেন না। আর কাজে থাকা অবস্থায় চেয়ার, টেবিল, সোফায়, আশপাশে মানুষের উপস্থিতি ও কথাবার্তার মধ্যে সবাই সবসময় ভাত-ঘুম আরাম করে দিতে পারেন না।

কিন্তু চারপাশে পরিবেশে হালকা পরিবর্তন এনে উৎকৃষ্ট ভাত-ঘুম নেয়া সম্ভব।

দিনের মাঝামাঝি সময়ে যেহেতু ৯০ মিনিটের ভাত-ঘুম দেয়া মুশকিল তাই ১০ থেকে ২০ মিনিটকে ভাত-ঘুমের জন্য আদর্শ মনে করা হয়। ড় মেডোজ বলছেন, ন্যাপ হচ্ছে সাঁতার কাটা বা বাইসাইকেল চালানোর মত। ভাত-ঘুম দুপুরের পরে শরীরকে সতেজ করে। অনুশীলনের মাধ্যমে আরও ভালো হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শরীরকে ভাত-ঘুমে অভ্যস্ত করে তোলা যায়। যদি ভাত-ঘুম দিতে চান তাহলে শুরুতেই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে নিন যাতে কাজের মধ্যে বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে না থাকেন। প্রতিদিন সময় না বদলে ঠিক একই সময় ন্যাপ নেয়ার চেষ্টা করুন। এতে করে শরীরে ঘুমের অভ্যস্ততা তৈরি হবে, এবং ওই সময় এলেই শরীর ঘুমাতে চাইবে।' শরীরে এই অভ্যস্ততা তৈরি করতে, শরীরে ভাত-ঘুমের ঘড়ি তৈরি করতে তিন মাসের মতো সময় লাগে, বলছিলেন ড় মেডোজ।

তিনি বলছেন, 'অনেকে মনে করেন দিনের মাঝামাঝি সময়ে তাদের পক্ষে এভাবে ঘুমানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা স্টাডি করে দেখেছি একদল অংশগ্রহণকারীকে ঘুমাতে বলা হয়েছে। যাদের মাথায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ পড়ার জন্য স্লিপ-নোডস লাগানো ছিল। তারা ৬৫ শতাংশই ঘুম থেকে ওঠার পর বলেছে তারা জেগে ছিল। কিন্তু আসলে তারা ঘুমিয়েছে। এর অর্থ হল মানুষ ঘুমিয়ে পড়লেও অনেক সেটা বোঝে না।' জোর করে শরীরকে ঘুম পাড়ানো যায় না। কিন্তু পরিবেশ তৈরি করে নিলে প্রায়শই ভাল ভাত-ঘুম সম্ভব। যেভাবে উৎকৃষ্ট ভাত-ঘুম নিতে পারেন সেনিয়ে ডা. ইশরাত শারমিন রহমান কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন।

ছবির উৎস,ভাত-ঘুম নিতে চাইলে শরীর ও মনে উদ্দীপনা তৈরি করে এমন কিছু থেকে সরে আসুন।

ভাত-ঘুম নিতে চাইলে দিনের এই সময় আসার আগে চা কফি নয়।

সময়ের মিনিট পাঁচেক আগে কাজ বন্ধ করুন, উদ্দীপনা তৈরি করে এমন কিছু থেকে সরে আসুন, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে নিন।

বেশি গরম বা ঠাণ্ডা না, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় এমন কোন যায়গায় চেয়ার বা সোফায় আরাম করে বসুন। বাসায় থাকলে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। ঘরের আলো কমিয়ে দিন, শব্দের উৎস নিয়ন্ত্রণ করুন। একটুখানি পানি খান। যদি চোখ ঢাকার মতো কিছু থাকে সেটি দিয়ে চোখ দিয়ে ঢাকুন, স্থির থাকুন, দীর্ঘ নিশ্বাস নিন। সোজা কথায় শরীর ও মনকে শিথিল করুন, চোখ বুজে মন থেকে নেতিবাচক, উদ্বেগ সৃষ্টি করে এমন চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন। ডা. ইশরাত শারমিন বলছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এতে ঘুম আসে, তবে সবার ক্ষেত্রে সব সময়ে যাদের রাতে ঘুমের সমস্যা রয়েছে তাদের ভাত-ঘুম নেয়া উচিৎ নয়।

যেভাবে ভাত-ঘুম নয়

২০ থেকে ৯০ মিনিটের বেশি সময় ধরে ভাত-ঘুম নেয়া যাবে না। সেটাকে আর ভাত-ঘুম বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে সেটা হবে গভীর ঘুম।

অনেকেই দুপুরের পর বেশি সময় ঘুমিয়ে ওঠার পর শরীরে একধরনের অনুভূতির কথা বলেন যাকে কথ্য ভাষায় বলে শরীর ম্যাজম্যাজ করা, তেমন অনুভূতি হতে পারে। কারণ শরীরে গভীর ঘুমের বোধ চলে এসেছে কিন্তু পুরো ঘুম হয়নি। ডা. ইশরাত শারমিন বলছেন, যাদের রাতে ঘুমের সমস্যা রয়েছে তাদের ভাত-ঘুম নেয়া উচিৎ নয়। তাহলে তাদের রাতে শরীর ক্লান্ত হতে পারে না অথবা দেরি হয়। ঘুম হবে কি না সেনিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া যাবে না। সেটি না আসার একটি কারণ।

যারা রাতে ভালো ঘুমিয়েছেন এবং যারা ভালো ঘুমাতে পারেননি তাদের সবার ক্ষেত্রেই ভাত-ঘুম কাজে দেয়। ডা শারমিন বলছেন, অনেক সময় ঘুমাতে না পারলেও কুড়ি মিনিটের মতো শুধু চোখ বুজে থাকলেও ক্লান্তি দুর হয়।

এখন হয়ত বলাই যায় যে ভাত-ঘুমের পর কিছুটা যে অপরাধবোধ কাজ করে তা বোধহয় ঝেড়ে ফেলতে পারেন।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি ঃ নিজস্ব

ধর্ম সংসদে ঘৃণাভাষণ, তদন্তে গঠিত হল পাঁচ সদস্যের সিট

হরিদ্বার, ২ জানুয়ারি (হি.স) : গত ১৭-১৯ ডিসেম্বর হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত এক ধর্ম সংসদে ঘৃণাভাষণের অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করল উত্তরাখণ্ড সরকার। গাঢ়ওয়াল পুলিশের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল করণ সিং নাগনায়াল বলেন, সিটের শীর্ষে থাকবেন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কোনও অফিসার। যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযোগ, হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে আহ্বান জানানো হয়েছিল, ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। না হলে দেশে মুসলিমদের সংখ্যা কমানো যাবে না। ধর্ম সংসদ নিয়ে ইতিমধ্যে এফআইআর করেছে উত্তরাখণ্ড পুলিশ। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, এফআইআরে ইয়াতি নরসিংহানন্দের নাম যুক্ত করা হয়েছে। হরিদ্বার সিটি সার্কেল অফিসার শেখর সুয়াল বলেন, ধর্ম সংসদের উদ্যোক্তা ছিলেন বিতর্কিত হিন্দু নেতা ইয়াতি পরমানন্দ। তবে এখনও কেউ গ্রেফতার হননি।

গত শনিবার উত্তরাখণ্ড পুলিশের সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিপুল সংখ্যক মানুষ। পুলিশ তাঁদের লিখিত আশ্বাস দেয়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করোনার তোয়াক্কা না করেই মাস্ক ছাড়াই ভিড় রবিবারের বাজারে

কলকাতা,২ ডিসেম্বর (হি. স.) : গত কয়েকদিন ধরেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আতঙ্ক দিচ্ছে শহরবাসীকে। কিন্তু তবুও হুঁশ ফিরছে না সাধারণ মানুষের। করোনা বিধির তোয়াক্কা না করেই রবিবার ছুটির দিনে মাস্ক ছাড়াই ভিড় শহরের বাজারে।

গত তিন দিনে হু হু করে বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। যার জেরে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে একাধিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। অপরদিকে পুলিশের তরফে শহরবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে মাস্ক পরার জন্য। তবুও ফেরেনি হুঁশ। রবিবার

নাগেরবাজার থেকে গড়িয়াহাট একাধিক বাজারে ভিড় চোখে পড়ার মতো। দরদাম করে সকলে বাজার করছে ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ ক্রেতা-বিক্রেতার মুখেই নেই মাস্ক। করোনা বিধি উপেক্ষা করে মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্বও। মাস্ক কেনও নেই এই প্রসঙ্গে গড়িয়াহাটে বাজার করতে আসা রমা সিকদারকে প্রশ্ন করা হলে তার সাফ জবাব," দুটো ভ্যাকসিনের ডোজ নেওয়া আছে আর করোনা হবে না "। অপরদিকে নাগেরাবাজারের এক বিক্রেতা মাস্ক ছাড়াই দেদার বিক্রি করছে সবজি। বিক্রেতা বাপি ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর," নিশ্বাস নেওয়া যায় না মাস্ক পরে। কাজে ব্যাঘাত ঘটে। অনেকেই মাস্ক না পরে ঘুরছে"।

দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স) : পাঁচ মাস পর ফের করোনায় আক্রান্ত হলেন তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরি। শনিবার রাতে তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভি এসেছে। তবে রিপোর্ট আসার আগেই তিনি আইসোলেশনে চলে যান। এখন বাড়িতেই আছেন। তাঁর কাছের মানুষদের করোনা পরীক্ষা করানো হতে পারে। কেউ আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। এক্ষেত্রেও একই কথা জানিয়েছেন তাঁরা। গৌতম চৌধুরি হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক। ভোটে জেতার পর গত বছর জুলাইতে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।নতুন বছরের শুরুতেই রাজনৈতিক শিবিরে হানা দিতে শুরু করেছে করোনা। কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যের বিদ্যুৎ এবং ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর মৃদু উপসর্গ রয়েছে। তবে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। করোনা আক্রান্ত মন্ত্রীকে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ককটেল দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অরূপ বিশ্বাসের চিকিৎসায় তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সেই বোর্ডে চিকিৎসক সরোজ মন্ডল, চিকিৎসক সপ্তর্ষি বসু এবং চিকিৎসক সৌতিক পান্ডা আছেন।

হাজরার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

কলকাতা,২ ডিসেম্বর (হি. স.): একটা বছর শেষ হয়ে নতুন বছর হাজির হলেও করোনা হানা পিছু ছাড়ছেনা শহরবাসীর। গত কয়েকদিন ধরে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। কিছুদিন আগেই হাজরার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার খরব মেলে। এরই মাঝে হাজরার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে বাড়ল আরও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রবিবার এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে। মাঝে কিছুটা আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও ফের করোনা আতঙ্ক দিচ্ছে শহরবাসীকে। ইতিমধ্যেই টলিউড থেকে বলিউড সর্বত্রই থাবা বসিয়েছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। অপরদিকে হাজরার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনেও বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হাজরার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের শরীরে মিলেছে সংক্রমণ। এঁদের মধ্যে ২৩ জন চিকিৎসক ও একজন নার্সিং স্টাফ।

দুই কিন্নরসহ গ্রেফতার পাঁচ, উদ্ধার দেশি রিভলভার

জামশেদপুর, ২ জানুয়ারি (হি.স) : সিদগোড়া থানা এলাকার চার নম্বর ক্রস রোডের একটি কোয়ার্টারে দেশি রিভলভার নিয়ে নববর্ষের পার্টি করতে গিয়ে দুই কিন্নরসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এতে রয়েছে সুনীল তন্তুবাই, জীবন কুমার ওরফে চিকু, হরপ্রীত সিং ওরফে গোলু, রোশনি কিন্নর এবং সৃষ্টি কিন্নর। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রবিবার পাঁচজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রান্সজেন্ডারদের সঙ্গে এই ব্যক্তিদের সম্পর্ক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশকে তারা বলেছে, মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য অস্ত্রটি রেখেছিল। বলা হচ্ছে, সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন সুনীল। অতীতেও তিনি জেল খেটেছেন। দলটির পর এসব লোকের পরিকল্পনা কী ছিল তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

ভিড় এড়াতে রাজ্য সরকারের তরফে বিধিনিষেধ নিয়ে প্রথম থেকে কড়াকড়ি করা উচিত ছিল: দিলীপ ঘোষ

কলকাতা,২ ডিসেম্বর (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যজুড়ে হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনায় পাশাপাশি আতঙ্ক দিচ্ছে ওমিক্রন। এরই মাঝে বর্ষবরণ উপলক্ষে উৎসবের মেজাজে ছিল শহরবাসী। বেশ ভিড় লক্ষ্য করা যায় পার্ক স্ট্রিট সহ একাধিক এলাকায়। আর এরপরেই রবিবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে """ভিড় এড়াতে রাজ্য সরকারের তরফে বিধিনিষেধ নিয়ে প্রথম থেকে কড়াকড়ি করা উচিত ছিল"""" মন্তব্য বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন,"""স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বেরোতে পারেনি দেড় বছর দু বছর ধরে। যে জায়গাগুলো ঘোরার জন্য ছিল সে জায়গা গুলোতে ভিড় হয়েছে। সুযোগ পেলে মানুষ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সেটা তো চিন্তার বিষয়। উৎসবে মানুষ রাস্তায় বেরোবে এটাই স্বাভাবিক। ভিড় এড়াতে রাজ্য সরকারের তরফে বিধিনিষেধ নিয়ে প্রথম থেকে কড়াকড়ি করা উচিত ছিল """"।

ভিকি কৌশলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন ইন্দোরের বাসিন্দা

ইন্দোর, ২ জানুয়ারি (হি.স) : নতুন বছরের শুরুতেই বিপাকে পড়লেন ভিকি কৌশল। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন ইন্দোরের এক বাসিন্দা।

ইন্দোরের বাসিন্দা জয় সিং যাদবের অভিযোগ, সিনেমার একটি দৃশ্যের জন্য বেআইনিভাবে ভিকি কৌশল তাঁর গাড়ির নম্বর প্লেটটি ব্যবহার করেছেন। এজন্য তাঁর কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। আর এতেই যত আপত্তি অভিযোগকারীর। পুলিশকে তিনি জানান, সম্প্রতি ইন্দোরে নিজের পরবর্তী ছবির শুটিং করতে দেখা গিয়েছে ভিকিকে। সেখানেই একটি দৃশ্যে বাইক চালাতে দেখা যায় 'উরি' খ্যাত অভিনেতাকে। সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী সারা আলি খানও। আর সেই বাইকের নম্বরের সঙ্গেই হুবহু মিলে গিয়েছে জয় সিং যাদবের নম্বর। বাইকের মালিকের অনুমতি ছাড়া এভাবে ছবিতে একই নম্বর প্লেট ব্যবহার করা বেআইনি বলে দাবি করেই থানায় অভিযোগ জানান জয়।

এ বিষয়ে ইন্দোরের বানগঙ্গা এলাকার সাব-ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র সোনি জানান, "আমরা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি বেআইনি কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। সেই মতো আইনানুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।" ইতিমধ্যেই ভিকি ও সারার আপকামিং সিনেমার সেই দৃশ্যটির বেশ কয়েকটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এখনও অধরা গোসাবার আরেক রয়্যাল বেঙ্গল, খেলছে লুকোচুরি

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স) : সুন্দরবনে ফের বাঘের আতঙ্ক। কুলতলি, চরগেরির পর শনিবার রাত কুমিরমারি গ্রামে ঢুকে পড়ে বাঘ। বছরের প্রথমদিনই দক্ষিণরায়ের আতঙ্কে কাঁটা হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। যদিও গভীর রাতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে বাঘটিকে কাবু করে ফেলেন বনকর্মীরা। আপাতত বনদফতরের জেলা অফিসে তাকে রাখা হয়েছে। শারীরিক পরীক্ষার পর রবিবারই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে তাকে। তবে এখনও চরগেরি গ্রামের বাঘটির হদিশ নেই। তাকে ধরতে নতুন করে পরিকল্পনা করছে বনদফতর।

শনিবার রাত ৮টা নাগাদ মরিচঝাঁপির জঙ্গল থেকে গোসাবার কুমিরমারি গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি বাঘিনী। তার পায়ের ছাপ পাওয়ার পর থেকেই চিরুনি তল্লাশি শুরু হয় গ্রামে। রাত গড়াতেই দু'টি ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে দক্ষিণরায়কে কাবু করা হয়। কুমিরমারির আতঙ্ক কাটলেও সাতজেলিয়ায় এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আরেকটি রয়্যাল বেঙ্গল। ছাগল কিংবা বাঘিনীর স্বরের টো দিয়েও তাকে বশ করা যায়নি। রবিবার সকালে চরগেরি গ্রামের আশপাশে দু'টি ছাগলের টোপ পাতা হয়েছে। এখন স্রেফ অন্তত অপেক্ষা, ছাগলের লোভে বাঘ এসে জালে পড়ে কিনা সেটাই দেখার।

উল্লেখ্য, বছরের প্রথম দিনেই সুন্দরবনের একাধিক লোকালয়ে বাঘ বেরিয়ে এসেছে। কুলতলির মৈপিঠে বাঘের হানায় জখম হয়েছিলেন দুই মৎস্যজীবী। গোসাবাতেও এক ফরেস্ট গার্ড অফিসারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দক্ষিণরায়। কুমিরমারির বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে আপাতত এলাকায় স্বস্তি ফেরানো গেলেও নতুন আতঙ্কে ঘুম উড়েছে সবার।

বর্ষবরণের রাতে বারাসতে মহিলার শ্লীলতাহানি ও তাঁর স্বামীকে মারধরে গ্রেফতার ৩

বারাসত, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : বর্ষবরণের রাতে মহিলার শ্লীলতাহানি ও তাঁর স্বামীকে মারধরের ঘটনায় বারাসত থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বর্ষবরণের রাতে মহিলার শ্লীলতাহানি ও তাঁর স্বামীকে মারধরের অভিযোগ শনিবার গভীর রাতে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বারাসাত থানার পুলিশ।

নির্যাতিতার অভিযোগ, মাঝরাতে বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে রাস্তায় একদল দুষ্কৃতী তাঁদের ঘিরে ধরে। নানান কটূক্তি, গালিগালাজ করতে থাকে। প্রতিবাদ করতেই তাঁর স্বামীকে মারধর করা হয়। স্বামীকে বাঁচাতে তিনি এগিয়ে যেতেই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। তাঁকে ধর্ষণেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে তিনি দাবি করেন। আরও দাবি, শেঠপুকুর সংলগ্ন বেলতলা বারাসতের পুর প্রশাসকের ওয়ার্ড। পুলিশে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি তাঁর কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছে।

আক্রান্ত দম্পতির লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে বারাসত থানার পুলিশ। এরপর শনিবার গভীর রাতে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে বারাসাত থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের নাম সৌমাল্য সরকার, গোপাল মজুমদার ও সানি সাহা। বারাসত বেলতলা অঞ্চলে দম্পতিকে মারধরের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

পূর্ববর্তী সরকার অপরাধীদের রক্ষা করেছিল, যোগী সরকার তাদের জেলে পাঠিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

মেরঠ, ২ জানুয়ারি (হি.স) : রবিবার উত্তরপ্রদেশের মেরঠে মেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন মেরঠে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে জনসাধারণের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, উত্তরপ্রদেশের পূর্ববর্তী দলের শাসন কালে অপরাধী ও মাফিয়াদের রক্ষা করেছেন। কিন্তু বর্তমান যোগী আদিত্যনাথ সরকার এই ধরনের আইন ভঙ্গকারীদের সঙ্গে 'জেল-জেল' খেলে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'আগের সরকারের আমলে অপরাধী, মাফিয়াদের নিজেদের খেলা খেলতে দেওয়া হয়েছিল। আগে বেআইনি টুর্নামেন্ট হতো। মেরঠ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ কখনই ভুলতে পারবে না যে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হত। আগের সরকারের খেলাধুলার কারণেই মানুষ নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এখন যোগী সরকার এই ধরনের অপরাধীদের নিয়ে জেল-জেল খেলা চলছে।'

নতুন বছরের শুরুতে মেরঠে সফর করা তাঁর জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এদিনমেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তিনি বলেন, 'মিরাট ছিল মেজর ধ্যানচাঁদের "কর্মস্থল"। কেন্দ্র তার নামানুসারে দেশের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া পুরস্কারের নামকরণ করেছে এবং এখন মেরঠের স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি মেজর ধ্যানচাঁদ জিকে উৎসর্গ করা হবে,' বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। '৭০০ কোটি টাকার এই বিশ্ববিদ্যালয় তরুণদের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সুবিধা দেবে। প্রতি বছর এখান থেকে ১০০০-এর বেশি মেয়ে ও ছেলে স্নাতক হবে। 'পাঁচ বছর আগে, এখানকার মেয়েরা সন্ধ্যার পরে বাইরে যেতে ভয় পেত। আজ তারা সারা দেশকে গর্বিত করছে,' যোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারি করা এক সরকারি বিবৃতি অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মেরঠে স্থাপিত হবে। ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনথেটিক হকি মাঠ, ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি মাঠ, লন টেনিস কোর্ট, জিমনেসিয়াম হল, সিনথেটিক রানিং স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, মাল্টিপারপাস সহ আধুনিক ও অত্যাধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো দিয়ে সজ্জিত হবে। এটি শুটিং, স্কোয়াশ, জিমন্যাস্টিকস, ভারোত্তোলন, তীরন্দাজ-এর জন্য সুবিধাগুলিও থাকবে, যার মধ্যে ৫৪০ জন মহিলা এবং ৫৪০ জন পুরুষ খেলোয়াড় সহ ১০৮০ জন ক্রীড়াবিদকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

মানকাচরের ফুটামারিতে আত্মঘাতী জোড়া কিশোর-কিশোরী

মানকাচর, (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানাধীন ফুটামারিতে একজোড়া কিশোর-কশোরী আত্মঘাতী হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনাটি গতকাল রাতে সংঘটিত হয়েছে। আত্মঘাতী কিশোর ও কিশোরীকে যথাক্রমে আশ্রাফুল ইসলাম (১৭) এবং রুমি খাতুন (১৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মানকাচরের ফুটামারি গ্রামের আশ্রাফুল এবং রুমির মধ্যে প্রেমের সম্পর্কছিল। তারা বিবাহপাশে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কোনও এক পরিবার থেকে আপত্তি উঠে। ফলে তারা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, ধারণা এলাকাবাসীর। এদিকে বিষ খাওয়ার পর বিষয়টি দুই পরিবারের কানে যায়। পরিবারের সদস্যরা তৎপরতার সঙ্গে মানকাচরের গজারিকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুজনকে নিয়ে যান। কিন্তু অত্যধিক বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় উভয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করেন ডাক্তার। ঘটনার খবর পেয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে দুই কিশোর ও কিশোরীর নিথর দেহ নিজেদের জিম্মায় নিয়ে ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ আশ্রাফুল এবং রুমির পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তদন্ত চালিয়েছে।

বাসন্তী হাইওয়েতে পিকনিক ফেরত গাড়িতে হামলা ও বধূকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ৬

মিনাখাঁ, ২ জানুয়ারি (হি.স.): টাকিতে পিকনিক করে ফেরার পথে গাড়িতেই গণধর্ষণের শিকার বধূ। বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ থানা এলাকার বামনপুকুর বাসন্তী হাইওয়ের ঘটনা। ওই ঘটনার ৬ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার ভোররাতে ৬ দুষ্কৃতীকে মিনাখাঁ সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জানা গেছে, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় থানার ঘটকপুকুর থেকে একটি ব্যবসায়ীদের একটি দল পিকনিক করতে টাকি পর্যটন কেন্দ্রে এসেছিল। পিকনিক পার্টিতে পুরুষ-মহিলাসহ মোট ৩৫ জন ছিলেন। দিনভর পিকনিকে হইহুল্লোড় শেষে, রাতে বাড়ি ফেরার পথে তাঁদের গাড়ি বাসন্তী হাইওয়েতে বামনপুকুরে যানজটে আটকে যায়। সেই সময় চারচাকা গাড়ি করে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী আসে। প্রথমে পিকনিকের গাড়ির চালককে মারধর করে। পর্যটকরা প্রতিবাদ করলে তাদের মধ্যে বচসা বাধে। তারপরই উভয়পক্ষের মধ্যে গন্ডগোল, মারামারি শুরু হয়।

দুষ্কৃতীরা লোহার রড, ভোজালি, বাঁশ দিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেই সময় পিকনিকে আসা বছর ২৮-এর এক বধূকে গাড়ির মধ্যে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তারপর গাড়িটিকে ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়।এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়ায়। নির্যাতিতা বধূ মিনাখাঁ থানায় ছয় জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ করেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীদের বাড়ি ঘটকপুকুর এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই বধূর সঙ্গে তাদের পূর্বপরিচয় থাকতে পারে। ধৃত অভিযুক্তদের রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নির্যাতিতা বধূর আত্মীয় রাজু মোল্লা বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। পুলিস-প্রশাসনের কাছে এটাই দাবি জানাচ্ছি আমরা।

প্রয়াত হলেন কলকাতা পুরসভার বিজেপির প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি শান্তিলাল জৈন

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স) : প্রয়াত হলেন শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং বর্তমান কার্যকারী সমিতির সদস্য তথা কলকাতা কর্পোরেশনের বিজেপির প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি শান্তিলাল জৈন। আজ রবিবার সকাল বেলা ১১ টা ১৫ মিনিটে ৭১ বছর বয়সে বাঙ্গুর এভিনিউর বাড়িতে তিনি মারা যান। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন এবং গত কয়েকদিন ধরে বেশ অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার রাজনৈতিক জীবনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। তিনি যেমন একাধারে কলকাতা কর্পোরেশনের বিজেপির প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি ছিলেন, তেমনি তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাজস্থান পরিষদের কার্যকারী সমিতির সদস্য থাকার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কুমারসভা পরিবার শোক জ্ঞাপন করে এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে। এদিন বিকেলে তার মরদেহ নিমতলা ঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

বকোয় সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই

বকো (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত বকো সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক বালকের অকালে মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে বছর ১৭-এর লক্ষণ মারাক এবং আহতকে আকাশ রাভা (১৮) বলে শনাক্ত করেছেন পুলিশ ও স্থানীয়রা। আকাশের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আকাশ রাভা নামের এক যুবক গতকাল শনিবার রাতে দুরন্ত গতিতে এএস ০১ ইকে ৯৬৪৭ নম্বরের কেটিএম মটর বাইকে আসছিল। কিন্তু বকোর হাহিম রোডে ধনহাতি এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আকাশের বাইক পিছন থেকে পথচারী লক্ষণ মারাককে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় লক্ষণ রাস্তায় ছিটকে পড়ে। এদিকে লক্ষণকে ধাক্কা দিয়ে আকাশ রাভার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাইক।

ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে আসে বকো পুলিশ। পুলিশ লক্ষণ এবং আকাশকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার উভয়কে প্রাথমিক চিকিৎসা করে রেফার করেন গুয়াহাটিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাস্তায় লক্ষণ মারাকের প্রাণবায়ু উবে যায়। এদিকে গুরুতর আহত আকাশ রাভার অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, লক্ষণ মারাক বকোর ধনহাতি এবং আকাশ রাভা স্থানীয় নালাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। ইংরেজি নতুন বছর উদযাপনের জন্য লক্ষণ মারাক নিকটবর্তী গির্জায় যাচ্ছিল। কিন্তু রাস্তায় সংঘটিত দুর্ঘটনায় বালক লক্ষণের অকালে মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় অঞ্চলজুড়ে শোকরে ছায়া নেমে এসেছে।

অসমে ছাগল চুরির অভিযোগে গণপিটুনি, হত ব্যক্তি

দেড়গাঁও (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ছাগল চুরির অভিযোগে জনৈক ব্যক্তিকে গণধলাইয়ের শিকার হতে হয়েছে। গণপিটুনিতে ব্যক্তির মৃত্যুও হয়েছে। ঘটনা গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত দেড়গাঁও থানাধীন মামরনি গ্রামে গতকাল শনিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে ওই গ্রামেরই বাসিন্দা আহোম দাস ওরফে সঞ্জয় বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে দেড়গাঁও থানার পুলিশ। ধৃতরা মামরনি গ্রামের নিকটবর্তী লেলৌ গ্রামের অর্ণব বরা এবং রাজীব বাকতি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েকদিন আগে লেলৌ গ্রামের জনৈক ভেলেঙি বরার ঘর থেকে একটি ছাগল চুরি হয়েছিল। ছাগলটি নিহত আহোম দাস চুরি করেছিলেন বলে অভিযোগ তুলে গতকাল রাতে তাকে তার ঘর থেকে বের করে ছয়-সাতজনের উন্মত্ত যুবকের দল গণ পিটুনি দেয়। ইত্যবসরে খবর যায় দেড়গাঁও থানায়। থানা থেকে পুলিশ গিয়ে আহোম দাস ওরফে সঞ্জয়য়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে গোলাঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মরদেহ হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য রাখা হয়েছে।

এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ অর্ণব বরা এবং রাজীব বাকতিকে আটক করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে বাকি অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হবে বলে জানান তদন্তকারী অফিসার।

হিন্দুস্থান সমাচার / প্রকাশ /

রবিবার চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি ঃ নিজস্ব

দুদিনব্যাপী মঙ্গলকাব্য ও পুঁথি পাঁচালি পাঠ উৎসবের উদ্বোধন

আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। পুঁথি পাঁচালি পাঠ বাঙালির বহমান সংস্ক'তির এক ঐতিহ্য। আধুনিক সভ্যতার বিকাশে ঐতিহ্যময় এই সমস্ত সংস্ক'তি ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। লুপ্তপ্রায় সংস্ক'তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এ ধরনের উৎসবের আয়োজন করছে। আজ আড়ালিয়াস্থিত প্রিয়লাল সাহা ম'তি ভবনে দুদিনব্যাপী মঙ্গলকাব্য ও পঁথি পাঁচালি পাঠ উৎসবের উদ্বোধন করে বিধায়ক রেবতী মোহন দাস একথা বলেন। উৎসবের উদ্বোধন করে বিধায়ক শ্রীদাস আরও বলেন, চিরাচরিত সংস্ক'তির ধারাকে রক্ষা করতে সরকারের উদ্যোগের সাথে সাথে সাংস্ক'তিক সংস্থা ও লোকসংস্ক'তির গবেষকদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব) বলেন, আমরা ভারতীয়। আমাদের ক'ষ্টি সংস্ক'তিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে অবশ্যই আমাদের নতুন প্রজন্মকে সংস্ক'তির চিরাচরিত ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় সংস্ক'তির মর্মবাণী। এই সংস্ক'তিকে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি আগরতলা পুরনিগমের উপ মেয়র মণিকা দাস (দত্ত) বলেন, মঙ্গলকাব্য- পুঁথি পাঁচালি- আলপনা আমাদের পরম্পরাগত সংস্ক'তির পরিচয়। এরমধ্যেই আমাদের নিজস্ব ক'ষ্টি সংস্ক'তির পরিচয় প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্ম মঙ্গলকাব্য ও পঁথি পাঁচালির মতো সংস্ক'তি থেকে মানসিকভাবে দূরে সরে যাচ্ছে। সংস্ক'তির এই পরম্পরার সাথে আগামী প্রজন্মকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এই উৎসব এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী চিত্ত দেব। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের কাউন্সিলার শিল্পী দেওয়ান (দাস), কাউন্সিলার রুমা দাস, কাউন্সিলার সুভাষ ভৌমিক এবং বিশিষ্ট লেখক ড. আশিস বৈদ্য। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের শিল্পীগণ। দুদিনব্যাপী এই উৎসবে সারা রাজ্যের লোকশিল্পীদল অংশ নেবে। আজ উৎসবের প্রথম দিনে গীতা পাঠ করেন আগরতলা পুরনিগম এলাকার সর্বানন্দ মণ্ডল। উদয়পুর থেকে আগত টুলটুল বর্মণ ও তার দল পরিবেশন করেন মনসামঙ্গল। রামায়ণ সংগীত পরিবেশন করেন বিশালগড়ের বিজয়লক্ষী সিনহা ও তার দল। তাছাড়া ধর্মনগরের সুনন্দা দেবনাথ ও তার দল ওঝা নৃত্য, বিলোনীয়ার সুভাষ দেবনাথ ও তার দল কবিগান এবং আগরতলার নির'ন সরকার ও তার দল নৌকাবিলাস পরিবেশন করেন।

করোনা আক্রান্ত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের শারীরিক অবস্থার উন্নতি

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের রীরিক অবস্থার উন্নতি। রবিবার হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, অ্যান্টিবডি ককটেল থেরাপিতেই মিলেছে উপকার। চিকিৎসায় ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছেন তিনি। নতুন বছরের শুরুর দিনই করোনায় আক্রান্ত হয়ে আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি হন অরূপ বিশ্বাস। এই হাসপাতালের একই কেবিনে করোনা আক্রান্ত হয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভরতি ছিলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জানা যায়, অরূপ বিশ্বাসের মৃদু উপসর্গ দেখা দেওয়ায় করোনা পরীক্ষা করানো হয়। রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তাঁর জন্য তৈরি হয়েছে একটি মেডিক্যাল টিমও। যেখানে রয়েছেন ডা. সপ্তর্ষি বসু-সহ তিন বিশেষজ্ঞ। হাসপাতালের তরফে মেডিক্যাল বুলেটিনে বলা হয়, আপাতত স্থিতিশীল রাজ্যের মন্ত্রী। এখন অনেকটাই শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে তাঁর। এদিকে, উৎসবের মরশুম শেষে কলকাতা পুলিশের ডেরাতেও চোখ রাঙাচ্ছে মারণ ভাইরাস। জানা গিয়েছে কলকাতার জয়েন্ট সিপি ক্রাইম, ডিসি ট্রাফিক এবং অ্যাডিশনাল সিপি-সহ মোট ৫০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

নেশা মুক্তি ঃ প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের চিত্র প্রদর্শনী

আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। আগরতলা বনকুমারী নাটমন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়ালিয়া শাখার উদ্যোগে রাজযোগ এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন দ্বারা কিভাবে মাদক নেশামুক্ত দুশ্চিন্তামুক্ত শক্তিশালী শান্তিময় জীবন লাভ করায় তার চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

আজকাল অনেকেই মনকে চিন্তামুক্ত করতে এবং ক্ষনিকের আরাম, স্ফূর্তি, কৃত্রিম সুখের অনুভবের জন্য মাদকদ্রব্যে আকৃষ্ট হচ্ছেন। বিড়ি, সিগারেট, খৈনি, গুটকা, জর্দা-সুপারি, গাঁজা, ব্রাউন সাগার, হেরোইন, মদ প্রভৃতি আরও অনেক ধরনের নেশা পরিবার সমাজকে খুব তাড়াতাড়ি গ্রাস করছে। ভয়ানক মনোরোগ, কঠিন শারীরিক রোগে জীবন ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। সর্বোপরি ব্যক্তির চরিত্র, ব্যবহার, কাজের দায়িত্ববোধ, আর্থিক লোকসান সবকিছুর সর্বনাশ করছে। গত দুদিনের প্রদর্শনীতে এলাকায় দারুন ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। বিকে ভাইবোনদের কাউন্সিলিংএ অনেকের মধ্যে নেশা ছাড়ার প্রেরনা আসছে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুদিনে ২০০ জন নেশা না করার সংকল্প করেছেন। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের ড্রাগ্স আসক্ত হওয়ার কথা জানাচ্ছেন। নেশা ছাড়াতে সংস্থা সংপ্রকারের সহযোগিতা সবাইকে করে যাবে।

এই প্রদর্শনী সংকীর্তন পর্যন্ত চলবে। বেলা ২টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত প্রদর্শনী ও আলোচনা হয়। প্রদর্শনীর শেষে স্থানীয় সেবাকেন্দ্রে ৩ দিনের ১ ঘন্টা করে রাজযোগ নেশামুক্ত শিবির রাখা হবে। যারা বীর করতে ইচ্ছুক প্রদর্শনী স্থলে এসে নাম নথীভুক্ত করার অনুরোধ রইল। ফোনে ও নাম এন্ট্রি করা যাবে। মোঃ ৯৮৬২৬৬৪৮৪৩/৭০০৫৪৬০৯৬৭

সন্ধ্যা ৭ টার পর ফের বন্ধ লোকাল ট্রেন

কলকাতা,২ ডিসেম্বর (হি. স.): নতুন বছরের শুরুতেই ফের বিধিনিষেধ আরোপ রাজ্য জুড়ে। আগামীকাল থেকেই চালু একগুচ্ছ নিয়ম। সন্ধ্যা ৭ টার পর ফের বন্ধ লোকাল ট্রেন পরিষেবা।

রবিবার রাজ্য সরকারের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব সাংবাদিক সম্মেলন করে জানায়, আগামীকাল থেকে করোনার জেরে সন্ধে ৭টার পর থেকে রাজ্যে বন্ধ থাকবে সমস্ত লোকাল ট্রেন। বাকি সময়ে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলবে পরিষেবা। চলবে দূরপাল্লার ট্রেন। ফের করোনা সংক্রমণ বাড়ার কারণে রাজ্যে জারি করা হয়েছে একাধিক বিধি-নিষেধ। অপরদিকে কাল থেকে বন্ধ রাজ্যের সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়।

নাইট কারফিউয়ে বন্ধ রেস্তরাঁ, খাবার না পেয়ে মালিককে খুন করল ক্রুদ্ধ ক্রেতা

নয়ডা, ২ জানুয়ারি (হি.স) : নতুন করে দাপাতে শুরু করেছে ওমিক্রন। পরিস্থিতি সামলাতে নাইট কারফিউয়ের পথে হাঁটছে বহু রাজ্যই। এই পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটল উত্তরপ্রদেশের রেটার নয়ডায়। রাতে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এক ক্রেতাকে খাবার দিতে অস্বীকার করায় গুলি করে খুন করা হয়েছে দোকানদারকে। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, হাপুরের বাসিন্দা কপিল নয়ডায় একটি রেস্তরাঁ চালাতেন। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সমস্ত রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখারা নির্দেশ থাকায় রেস্তরাঁ বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। এই অবস্থায় প্রায় মধ্যরাতে তাঁর দোকানে হাজির হয় দুই আগন্তুক। তারা পরোটা চাইলে কপিল জানায়, রেস্তরাঁ বন্ধ রয়েছে।

শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। ক্রমে তা পৌঁছয় চরমে। খানিক পরে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি সেখান থেকে চলে যায়। এরপর তারা ফিরে আসে সাড়ে তিনটের সময়। তাদের সঙ্গে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। একজনের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই লুটিয়ে পড়েন কপিল। খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি ওই দোকানদারকে। তদন্তে নেমে পুলিশ দুই অভিযুক্ত আকাশ ও যোগেন্দ্রকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারা ও ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। দু'জনকেই পুলিশ হেফাজতে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

দলীর প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : নতুন বছরের প্রথম রবিবারের জোর প্রচার শুরু করলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। আসন্ন পুরসভার নির্বাচনে আজ ৩, ১০, ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারেন শংকর ঘোষ।

দীর্ঘদিন রাজনীতি করার সুবাদে নিজের ওয়ার্ডের ভোটারদের নাড়িস্পন্দন ভালোই জানা রয়েছে। তাই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে সময় না দিয়ে পুরনিগমের অন্য সব ওয়ার্ডে প্রথম পর্যায়ে প্রচারে সময় দিচ্ছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিন সকালে শংকরবাবু প্রথমে যান ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অভিজ্ঞ বিজেপি প্রার্থী নান্টু পালের প্রচারে। অভিযোগ ওঠে, শনিবার রাতে দুষ্কৃতীরা নান্টু পালের প্রচারে এলাকায় লাগানো বেশ কিছু ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলে। শংকরবাবুকে ওয়ার্ড ঘুরিয়ে সেসবই দেখান নান্টুবাবু। পাশাপাশি নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'এইসব তৃণমূলের কাজ। তারা ভয় পেয়ে বিজেপিকে আটকাতে চাইছে। কিন্তু তৃণমূলের উদ্দেশ্যে সফল হবে না।'

শংকরবাবু বলেন, 'আমরা পুরো বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাব। কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া কোনওভাবেই পুরনির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।'

যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ বলেন, 'সহানুভূতি পাওয়ার জন্য বিজেপি এইসব মিথ্যে অভিযোগ তুলছে। নিজেরাই ফ্লেক্স ছিঁড়ে তৃণমূলের ওপর দায় চাপাচ্ছে।'

সংহতি মেলা, বিরজিৎকে ধন্যবাদ সম্রাটের

আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিৎ সিনহার উদ্যোগে প্রতিবছর ১০ দিন ব্যাপী সংহতি মেলা আয়োজন করেন। এই বছরও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। এই বছর সংহতি মেলায় মূল এজেন্ডা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশতম বছরের স্মৃতি ভারতের গৌরবান্বিত অবদানের ও ভারতের আইরন লেডি ইন্দিরা গান্ধীর সাহসিকতার নির্দশন ও বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারতের বিজয়ের কথা।আবার বিষয়টি বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু দিন আগে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিল এই ত্রিপুরাতে এর মধ্যে এই সংহতি মেলা একটি মিলন সেতুর কাজ করেছে। এই সব কারণে প্রদেশ এন এস ইউ আই সভাপতি সম্রাট রায় এই সংহতি মেলার সাফল্যের সাথে পরিচালনা করার জন্য বিরজিৎ সিনহা কে ধন্যবাদ যানান।

আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২ জানুয়ারি।। অমরপুরের মালবাসার চন্দ্র কিশোর জমাতিয়ার ভাড়াবাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে বসতঘর সহ যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। জানা গেছে, চন্দ্র কিশোর জমাতিয়া মালবাসায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকে তিনি সপরিবারে খোয়াইয়ে নিজ বাড়িতে গিয়েছিলেন। পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতিতে ভাড়া বাড়ির ঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। অগ্নিসংযোগে মোটর বাইক সহ ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঠিক কারণ জানা যায়নি।এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড বলেও অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এর পেছনে বড় ধরনের কোন রহস্য থাকতে পারে বলেও অনেকের অভিমত।

অঘোর দেববর্মা

● **প্রথম পাতার পর ।।** আন্দোলনের দরকার হতো না। তিনি জানতে চান, আজ যখন শিক্ষার বেসরকারীকরণের কর্মসূচী নেয় বি জে পি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার, তখন চুপ কেন আইপিএফটি কিংবা তিপ্রা মথা। তাই, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আহত ৩

● **প্রথম পাতার পর ।।** মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

খোয়াইয়ের পদ্ম বিল এলাকায় বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম বিশ্বমোহন দেববর্মা। তাকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। জানা গেছে, ওই যুবক বাইজালবাড়ি থেকে খোয়াই আসছিলতখনই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

অনুমতি চায়নি

● **প্রথম পাতার পর ।।** দিয়ে সেখানে কোন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে।

আজ এক টুইট বার্তায় তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুদিনের ত্রিপুরা সফর বিপ্লব দেব সরকারকে নাড়া দিয়েছে। ত্রিপুরায় তাঁর সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য পূর্বানুমতি থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ বড়মুড়া ইকো পার্কে একটি অরাজনৈতিক উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক এবং তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে পরবর্তীতে কথোপকথনের জন্য এগারো ঘন্টায় আগে অনুমতি বাতিল করেছে ত্রিপুরা পুলিশ।

তৃণমূলের দাবি, তেলিয়ামুড়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিস থেকে জারি করা এক চিঠিতে বলা হয়েছে, বড়মুড়া ইকো পার্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর বাতিল করা হয়েছে। কারণ একই স্থানে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অন্য ট্রাস্টকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে বন মন্ত্রী মেবার কুমার জামাতিয়া জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন।

এই অভিযোগের খন্ডন করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া বলেন, বড়মুড়া ইকো পার্কে অনুষ্ঠানের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস অনুমতি চায়নি। তাঁরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাঁর কথায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমার পশ্চিম হাওয়াইবাড়ীতে অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস চিঠি দিয়েছিল। সে মোতাবেক তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় নিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের সাথে ওই জায়গা সম্পর্কে বৈঠক করা হয়েছে। কিন্ত, রাতে জারি সফরসূচিতে লেখা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান হবে বড়মুড়া ইকোলজিক্যাল পার্কে।

তিনি বলেন, ইকো পার্কে আজ অন্য একটি অনুষ্ঠানের অনুমতি অনেক আগেই দেওয়া হয়েছিল। তাই, একই স্থানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। সাথে তিনি যোগ, আজ দুপুরে তেলিয়ামুড়ায় দলীয় কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের সূচী নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্ত গতকাল রাতেই ওই কর্মী জানিয়ে দিয়েছেন, তার বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা সম্ভব নয়।

নিযুক্ত

● **প্রথম পাতার পর ।।** কল্যাণপুর বনদপ্তর থেকে কল্যাণপুরের যে সমস্ত এলাকায় হাতির আক্রমণ চলছে বর্তমান সময়ে সেই হাতির আক্রমণ ঠেকাতে আটজন যুবককে নিযুক্ত করা হয়েছে ভলেন্টিয়ার হিসাবে। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই ডিউটিতে নেমে পড়েন। এই গ্রাম থেকে ওই গ্রাম এ পাড়া থেকে ওই পাড়া ঘুরে বেড়ায়। তাদেরকে বন্য দাঁতাল তাড়াতে দেয়া হয় বাজি পটকা বড় বড় টর্চলাইট আরো বিভিন্ন সরঞ্জাম। আপাতত স্বস্তি পেল এলাকার মানুষজন। তবে একের পর এক সরকার পরিবর্তন হলেও এই হাতির আক্রমণ ঠেকাতে স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না।

চালু হচ্ছে

● **প্রথম পাতার পর ।।** রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ০৬.২০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ০৬.৫৫ ঘণ্টায় ডেকারগাঁও পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং ০৫৮২৪ ডেকারগাঁও-রাঙাপাড়া নর্থ দৈনিক প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ডেকারগাঁও থেকে ২২.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ২৩.২৫ ঘণ্টায় রাঙাপাড়া নর্থে সৌঁছাবে। ট্রেন নং ০৫৮৬১ রঙিয়া-ডেকারগাঁও দৈনিক প্যাসেঞ্জার স্পেশাল রঙিয়া থেকে ১৫.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ২০.১৫ ঘণ্টায় ডেকারগাঁও পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং ০৫৮৬২ ডেকারগাঁও-রঙিয়া দৈনিক প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ডেকারগাঁও থেকে ০৭.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ১১.৫৫ ঘণ্টায় রঙিয়া পৌঁছাবে।.

সাথে তিনি যোগ করেন, ট্রেন নং ০৫৬৭৭ শিলচর-ধর্মনগর দ্বি-সাপ্তাহিক প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ৪ জানুয়ারি থেকে পুনরায় চলাচল করবে। ট্রেনটি শিলচর থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শুক্রবার ১৭.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ২২.৩৫ ঘণ্টায় ধর্মনগর পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং ০৫৬৭৮ ধর্মনগর-শিলচর প্যাসেঞ্জার ০৫-০১-২০২২ থেকে পুনরায় চলাচল করবে। ট্রেনটি ধর্মনগর থেকে প্রত্যেক বুধবার ও শনিবার ০৫.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ১০.২০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছাবে।

এদিকে, গুয়াহাটি ও নিউ হাফলং-এর মধ্যে স্পেশাল ট্রেন: ট্রেন নং ০৫৬১১ গুয়াহাটি-নিউ হাফলং স্পেশাল ২ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ৯ ট্রিপের জন্য চলাচল করবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে রবিবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও শুক্রবার ১৭.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং পরের দিন ০০.৩০ ঘণ্টায় নিউ হাফলং পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং ০৫৬১২ নিউ হাফলং-গুয়াহাটি স্পেশাল ৩ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ৯ ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেনটি নিউ হাফলং থেকে সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ০২.০০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ০৮.৩৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে।

তাঁর দাবি, ট্রেনগুলির সময়সূচি ও স্টপেজের বিবরণ আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। যাত্রার সময়ে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নিজের নিজের রাজ্যের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাবলি ও নির্দেশনাবলি পালন করার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

টাকা

● **প্রথম পাতার পর ।।** গকুলনগর স্থিত ১৫০ ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা লাব্রাডর কুকুর জরিনার সহায়তায় মধুপুর থেকে ৯৮০টি ইয়াবা উদ্ধার করেছে। যার বাজারমূল্য ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা হবে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, একই রাতে আশাবাড়ি বিওপি এবং ১৫০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা ১৪০০ বোতল ফেন্সিডিল যার বাজার মূল্য ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৩১০ টাকা এবং ২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা মূল্যের ৪২.৮ কেজি গাজা কলমচৌড়া থেকে উদ্ধার করেছে। এছাড়াও পাচারের সময় ৮টি গবাদী পশু বিএসএফ আটক করেছে।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর।।** সুবিধাভোগীর সাথে প্রধানমন্ত্রী মতবিনিময় করবেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরকে সফল করার লক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তরকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসাধারণ প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সবাইকে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের বিভিন্ন স্থানে পানীয়জলের সুবন্দোবস্ত রাখতে হবে। মাঠে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভালো সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক রাখার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত জনসাধারণ ট্রেনে আসবেন তাদেরকে স্টেশন থেকে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছানোর জন্য পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পাশাপাশি বিভিন্ন মহকুমা থেকে যে সমস্ত গাড়ি আসবে সেগুলির পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা রাখার জন্যও পরিবহণ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্ত বিশিষ্টদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা সভার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মুখ্যসচিব কুমার অলক সহ প্রশাসনের শীর্ষস্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

াঙ্গন

জয় দিয়েই বর্ষবরণ ম্যান সিটির

বছরের প্রথম দিনেই আর্সেনালের ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে পিছিয়ে থেকেও জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচের ফল ২-১। অন্তিম লগ্নে সংযুক্ত সময়ে ম্যান সিটির হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন স্পেনীয় মিডফিল্ডার রদ্রি। এই জয়ের ফলে ২১ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে ইপিএলের শীর্ষেই রইল ম্যান সিটি। অন্য দিকে, ২০ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় চতুর্থ স্থানে রইল আর্সেনাল। করোনাভাইরাস সংক্রমিত হওয়ায় এই ম্যাচে মাঠে ছিলেন না আর্সেনাল ম্যানেজার মিকেল আর্তেতা। তিনি এই মুহূর্তে নিভৃতবাসে রয়েছেন। অগস্টের শেষ দিকে এই ম্যান সিটির বিরুদ্ধেই ৫-০ চূর্ণ হয়েছিল আর্সেনাল। সেই ফল স্মরণে রেখেই শনিবার ঘরের মাঠে শুরু থেকেই ম্যান সিটির বিরুদ্ধে নিজেদের সমর্থকদের সামনে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে বুকায়ো সাকারা। এই সময়েই আর্সেনালের খেলা তৈরির কারিগর মার্টিন ওদেগার্দ বল নিয়ে গোল করার মতো জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা প্রতিহত হয় ম্যান সিটি গোলকিপার এদেরসনের তৎপরতায়। আর্সেনাল শিবির পেনাল্টির দাবি জানালেও ভিডিয়ো প্রযুক্তির সাহায্য (ভিএআর) নিয়ে রেফারি সেই আবেদন খারিজ করে দেন। ৩১ মিনিটে কিয়েরান টিয়ার্নির বাড়ানো বল ধরে গোল করেন বুকায়ো সাকা। যার ফলে ১-০ এগিয়ে যায় আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধে জয়ের জন্য ঝাঁপায় ম্যান সিটি। ৫২ মিনিটে আর্সেনাল বক্সে ঢুকে পড়া বের্নার্দো সিলভাকে ফাউল করেন আর্সেনালের গ্রানিট জাকা। রেফারি ফের ভিডিয়ো প্রযুক্তির সাহায্য নিলে দেখা যায়, ফাউলের সময়ে গোলমুখী সিলভাকে জামা ধরে টেনেছিলেন তিনি। রেফারি তাঁকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে পেনাল্টি দিলে, সেখানে থেকে ম্যান সিটির হয়ে সমতা ফেরান রিয়াদ মাহরেজ। এই গোলের আগে পেনাল্টি স্পটে বল বসানোর সময় ধাক্কাধাক্কি করে প্রথম হলুদ কার্ড দেখেছিলেন আর্সেনালের ব্রাজিলীয় স্টপার গ্যাব্রিয়েল। ৫৯ মিনিটে ফের তিনি ফাউল করলে তাঁকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে রেফারি বার করে দিলে ১০ জনে হয়ে যায় আর্সেনাল। ম্যান সিটির এই সময়ে একের পর এক আক্রমণ আর্সেনাল বক্সে আছড়ে পড়লেও রাহিম স্টার্লিংরা গোলের সামনে গিয়ে দিশা হারিয়ে ফেলায় গোল পাননি। সংযুক্ত সময়ে প্রান্ত থেকে ভেসে আসা বল ধরে জয়সূচক গোলটি করেন স্পেনীয় ফুটবলার রদ্রি। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, "গ্যাব্রিয়েল দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখার পরে আমাদের সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। বেশি সুযোগ পাইনি আমরা। কিন্তু যা এসেছে, তা কাজে লাগানো গিয়েছে। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে সদ্য ফিরেছি। তাই শেষের দিকে সমস্যা হচ্ছিল।" আর্সেনালের সহকারী ম্যানেজার অ্যালবার্ট স্টুইভিনবার্গ বলেন, "বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাব দলের বিরুদ্ধে এ রকম দাপট দেখিয়ে খেলার পরেও হেরে ফিরলে খারাপ লাগে।"

কড়া পরীক্ষা নিতে পারে অসমান বাউন্স ও ফাটল

বছর তিনেক আগে ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সের বাইশ গজকে 'গ্রিন মাম্বা' সাপের সঙ্গে তুলনা করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তৎকালীন পিচ প্রস্তুতকারক।নতুন বছরে, ৩ জানুয়ারি থেকে এই ওয়ান্ডারার্সেই শুরু হচ্ছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। তার আগে আনন্দবাজারকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বাইশ গজ কী হতে চলেছে, তা পরিষ্কার করে জানালেন জোহানেসবার্গের পিচ প্রস্তুতকারক ইভান ফ্লিন্ট।বছর দেড়েক হল এই মাঠের প্রধান কিউরেটরের দায়িত্ব পেয়েছেন ফ্লিন্ট। তার আগে সহকারী হিসেবে কাজ চালাতেন। কী হতে চলেছে বাইশ গজ? শনিবার জোহানেসবার্গ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে ফ্লিন্ট যা বললেন, তা কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো। দক্ষিণ আফ্রিকার পিচ প্রস্তুতকারক চিন্তায় আছেন, বাইশ গজ না দ্রুত ফেটে যায়! কেন এ রকম বলছেন? ফ্লিন্টের জবাব, "দুটো কারণ আছে। এক, ওয়ান্ডারার্সের পিচ যে মাটি দিয়ে তৈরি হয়, তা বেশি আর্দতা ধরে রাখতে পারে না। ফলে ফাটল দেখা দেয় পিচে। দু'নম্বর কারণ, এখানে খুব গরম চলছে। দু'টো দিন খুব গরম গিয়েছে। কালও এ রকম গরম থাকার পূর্বাভাস আছে। তাই পিচের ফাটল নিয়ে একটা চিন্তা থেকে যাচ্ছে আমার।" যোগ করেন, "আমি যখন থেকে পিচের দায়িত্বে আছি, ওয়ান্ডারার্সের এই ফাটল আমাকে চিন্তায় রাখে। এটা সামলানোই আমার সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ।"গত সাত দিন ধরে পুরোদস্তুর পিচ তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন ফ্লিন্ট। চলছে জল দেওয়া, পিচ রোল করার কাজ। বলছিলেন, "এ দিন যেমন আমরা ভাল করে পিচটা রোল করলাম। কাল আবার জল দেওয়া হবে পিচে। লক্ষ্য থাকবে, বাইশ গজের মাটি যেন আদ্রর্তা ধরে রাখতে পারে।

পিচের ফাটলগুলো যেন আগেভাগে দেখা না যায়।"পিচের ফাটল কিন্তু আরও একটা সমস্যা তৈরি করে দেবে ব্যাটারদের জন্য। কী সেটা? ফ্লিন্টের সতর্কবার্তা, "ফাটল দেখা দিলে পিচে অসমান বাউন্স তৈরি হতে পারে। আর সেটা হলে কিন্তু ব্যাটারদের পরীক্ষা বাড়বে।" পিচ প্রস্তুতকারক প্রার্থনা করে চলেছেন, তৃতীয় দিনের পরে যেন এই ফাটল দেখা দেয়। তার আগে নয়। ফাটল আর অসমান বাউন্স মিলে কিন্তু দু'দলের পেসাররা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারেন ওয়ান্ডারার্সে।সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট ম্যাচ জেতা ভারতের কাছে কিন্তু জোহানেসবার্গ বেশ পয়া মাঠ। এই মাঠে ভারত একটা টেস্টও হারেনি। এখানেই ১৯৯৭ সালে সেঞ্চুরি করেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। ২০০৬ সালে প্রথম টেস্ট জিতেছিল ভারত। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াও এই মাঠে। শুধু ২০০৩ সালের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ ফাইনালে হারতে হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দলকে।অতীতে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এলেই ঘাসের পিচ বানানোর দাবি যেত পিচ প্রস্তুতকারকদের কাছে। এ বারও কি ডিন এলগারের তরফে সে রকম কোনও দাবি রাখা হয়েছে? হাল্কা হেসে ফ্লিন্টের জবাব, "আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, যখন বিপক্ষ দলের পেস আক্রমণ ভাল থাকে না বা পেস আক্রমণ সামলানোর মতো ব্যাটার থাকে না, তখনই সবুজ পিচ চাওয়ার দাবি ওঠে।" এ বার পরিবর্তন কোথায় দেখছেন? জবাব এল, "গত কয়েক বছরে ভারতীয় দলটা দারুণ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। যে রকম পেস আক্রমণ, সে রকমই ব্যাটিং শক্তি। আমি নিশ্চিত, ভারতের বিরুদ্ধে আলাদা করে কেউ ঘাসের পিচ চাইবে না।"দু'দলের অধিনায়ক বা কোচেদের কারও সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে? "না, আমার সঙ্গে কারও এখনও কথা হয়নি। আসলে জৈব সুরক্ষা বলয়ে সবাইকে থাকতে হচ্ছে বলে সে ভাবে কারও সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে না। যদিও রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আছে আমার," বলেন তিনি। ফ্লিন্ট মনে করেন, এই ভাবে একান্তে পিচ তৈরি করার একটা ভাল দিকও আছে, একটা খারাপ দিকও আছে। তাঁর কথায়, "কোনও রকম চাপ ছাড়াই নিজের কাজটা করা যায়। কিন্তু আবার কারও মতামতটা জানা যায় না।"সোমবার টস করতে নামার আগে কী পরামর্শ দেবেন দুই অধিনায়ককে? পিচ প্রস্তুতকারকের জবাব, "টস জিতলে আগে ব্যাটিং। ঘাস একটু থাকবে পিচটার বাঁধুনি ধরে রাখতে। দু'ঘণ্টা দেখে খেলতে হবে। কিন্তু শেষ দিনে ব্যাট করা আরও কঠিন হবে।"

অ্যাকাডেমির দরজা হর্নুরের জন্য খুলে দেন স্বয়ং হরভজন

অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। পাঁচ ইনিংসে ২৫১ রান করেছেন।একটি করে সেঞ্চুরি ও হাফসেঞ্চুরি রয়েছে নামের পাশে। তিনি হর্নুর সিংহ। জালন্ধরে এক ক্রিকেটীয় পরিবারে জন্ম তরুণ বাঁ-হাতি ওপেনারের। হর্নুরের ঠাকুরদা সর্দার রাজিন্দর সিংহ পঞ্জাবের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন। বাবা বরিন্দর সিংহ অনূর্ধ-১৯ স্তরে খেলেছেন রাজ্যের হয়ে। কাকা হরমিন্দর সিংহ পঞ্জাবের সহকারী কোচ ছিলেন বেশ কয়েক বছর। সেই পরিবার থেকেই উঠে এসেছেন হর্নুর। যার জন্মের পরেই বাবা ঠিক করেন, ছেলেকে ক্রিকেটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর বড় ছেলে জসনুরও ক্রিকেট খেলতেন। কিন্তু মাঝপথে ছেড়ে দেন। তাই হর্নুরকেই ক্রিকেটার হিসেবে তৈরি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বরিন্দর। ছেলের উন্নতির জন্য একটি বোলিং মেশিনও কিনেছেন। তার সামনেই পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করতেন হর্নুর। অনূর্ধ-১৯ স্তরে খেললেও তিনি অনুশীলন করেন মনদীপ সিংহদের সঙ্গে। রঞ্জি ট্রফি পর্যায়ের বোলিংয়ের মোকাবিলা করেন অনূর্ধ-১৬ স্তর থেকে। তাই অনূর্ধ-১৯ স্তরে সফল হতে তাঁকে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয়নি। হর্নুরের কাকাই তাঁর ছোটবেলার কোচ। তিনি বলছিলেন, "প্রত্যেক দিন চার ঘণ্টা ব্যাট করে হর্নুর। সকালে অনুশীলন করে আর্দতা ও সুইংয়ের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য। বিকেলে নেটে ব্যাট করে স্পিন বোলিং ও রিভার্স সুইংয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে। ওর ক্রিকেটার হওয়ার নেপথ্যে পরিবারের প্রত্যেকের অবদান আছে।" হর্নুরের বাবা বরিন্দর বলছিলেন, "ও প্রথম খেলা শেখে আমার বাবার (রাজিন্দর) কাছে। মাত্র আট বছর বয়সে ক্রিকেটে হাতেখড়ি। ছোট থেকেই ভাল কভার ড্রাইভ ও পুল করতে পারত। তখনই ধরে নিয়েছিলাম, ও ওপেনার হতে পারে।" হর্নুরের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিজের অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করার অনুমতি দেন হরভজন সিংহ। চণ্ডীগড়ের হয়ে হর্নুর খেললেও জালন্ধরেই তাঁর বাড়ি। সেখানে যত দিন থাকেন, হরভজনের অ্যাকাডেমির দরজা তাঁর জন্য খোলা থাকে। বরিন্দর বলছিলেন, "ভাজ্জি সব সময় চায় জালন্ধর থেকে ভাল ক্রিকেটার উঠে আসুক। হরভজন ওর অ্যাকাডেমিতে বিনামূল্যে অনুশীলন করার অনুমতি দিয়েছে হর্নুরকে।" এশিয়া কাপে ভাল পারফর্ম করলেও বরিন্দর চান আসন্ন বিশ্বকাপে যেন তাঁর ছেলে দেশকে ট্রফি এনে দিতে পারেন। বলছিলেন, "বিশ্বকাপের মহড়া এই এশিয়া কাপ। আসল খেলা কিন্তু বিশ্বকাপ। প্রত্যেকের নজর থাকে সেই প্রতিযোগিতায়। বিশ্বকাপে ভাল খেললে বুঝব, ও সত্যি চাপ সামলাতে শিখে গিয়েছে।"

ধোনি, বোর্ডের কর্তাদের দিকে তোপ ভাজ্জির

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন বিতর্ক তৈরি করে দিলেন হরভজন সিংহ। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনার জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতীয় দল থেকে তাঁর বাদ পড়ার নেপথ্যে দায়ী কয়েকজন বোর্ডকর্তা। তাঁদের সমর্থন করেছেন তৎকালীন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবনে ৭১১ উইকেটের মালিক তিনি। খেলেছেন ৩৬৭ ম্যাচ। অথচ তাঁর ক্রিকেটজীবনের শেষে যোগ্য সম্মান পাননি হরভজন। শনিবার বছরের প্রথম দিনে নতুন বিথতর্ক তৈরি করে দিলেন ভাজ্জি। তাঁর বাদ পড়ায় ধোনি ও বোর্ডকর্তাদের দায়ী করে। এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে হরভজন বলেছেন, "ভাগ্য বরাবর আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। কিন্তু কিছু বিষয় আমার বিরুদ্ধে যাওয়ায় আজ এ ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইতি টানতে হল।" যোগ করেন, "আমি যে ভাবে এগোচ্ছিলাম, তাতে আরও বেশি উইকেট নিয়ে অবসর নিতে পারতাম। মাত্র ৩১ বছর বয়সে চারশো উইকেটের মালিক হয়ে গিয়েছিলাম। আরও চার-পাঁচ বছর টানা খেললে কোন জায়গায় গিয়ে শেষ করতাম ধারণা আছে? নিশ্চিত ভাবে বলে দিতে পারি আরও ১০০-১৫০ উইকেট পেতাম।" এখানেই না থেমে হরভজন বলে চলেন, "আমি বাদ পড়ার সময় অধিনায়ক ছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। তবে আমি মনে করি, ধোনির হাতে পুরো ব্যাপারটা ছিল না। ভারতীয় বোর্ডের কয়েক জন কর্তা আমাকে চাইতেন না। ধোনি হয়তো তাঁদের সমর্থন করেছে।" ভাজ্জির আরও ব্যাখ্যা, "বোর্ডকর্তাদের উপরে অধিনায়ক আবার কথা বলতে পারে না। একজন অধিনায়ক যত বড়ই হোক, বোর্ডকর্তাদের বিরুদ্ধে তাদের যাওয়া সম্ভব নয়।" হরভজন তার পরেই ধোনির উদ্দেশ্যে এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যা প্রাক্তন অধিনায়ক শোনার পরে হয়তো বিমর্ষ হয়ে পড়বেন। হরভজন বলেছেন, "বোর্ড ধোনিকে যা সমর্থন করেছে তা অনেক ক্রিকেটারই পায়নি। বাকি ক্রিকেটারেরা ধোনির মতো সমর্থন পেলে অনেক কিছু করে দেখাতে পারত। বিষয়টা তো এ রকম নয় যে বাকি ক্রিকেটারেরা বড় শট নিতে পারে না, অথবা ঠিক মতো কেউ বল করতে পারে না!" হরভজন চেয়েছিলেন ভারতের জার্সিতে শেষ বারের মতো একটি ম্যাচ খেলে অবসর ঘোষণা করতে। কিন্তু সেই সুযোগ তিনি পাননি। হরভজন বলে চলেন, "প্রত্যেক ক্রিকেটারই চায় ভারতীয় জার্সিতে শেষ বারের মতো খেলে অবসর নিতে। কিন্তু ভাগ্য সবাইকে সঙ্গ দেয় না। ভিভিএস লক্ষ্মণ, রাহুল দ্রাবিড়, বীরেন্দ্র সহবাগের মতো ক্রিকেটারেরাও দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলে অবসর ঘোষণা করতে পারেনি।" সম্প্রতি বোর্ড বনাম বিরাট কোহলি বিতর্ক নিয়েও প্রশ্ন করা হয় হরভজনকে। কারওকে দোষারোপ না করেই তিনি বলে দিলেন, "সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিরাট কোহলির মধ্যে কে সত্যি, কে মিথ্যে তা বলা যাচ্ছে না। আমার সঙ্গে কী ঘটেছে তা অনায়াসে বলে দিতে পারি। তা ছাড়া এই বিষয়টা আরও অন্য রকম ভাবে দেখা যেতে পারত। যা হয়েছে তা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য একেবারেই ভাল উদাহরণ নয়। প্রত্যেক ক্রিকেটারেরই যোগ্য সম্মান পাওয়া উচিত।" হরভজন মনে করেন, তাঁর ক্রিকেট জীবনে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘঠনা সমর্থকদের উত্তেজিত করে দিতে পারে। অন্যদের মতো তাঁরও একটি বায়োপিক চান হরভজন। তিনি বলেছেন, "আমার জীবন নিয়ে একটি সিনেমা অথবা ওয়েব সিরিজ অনায়াসে হতে পারে। প্রত্যেকের জানা উচিত আমার সঙ্গে কী কী ঘটেছে। কী ভাবে আমি ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছি। কতটা পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারা আমার সঙ্গে খারাপ করেছে, কারাই বা ভাল। এমনকি আমি কী রকম ছেলে ছিলাম, সেটাও আশা করি প্রত্যেকে জানতে পারবেন।" হরভজনের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাঁর বায়োপিকে খলনায়ক হিসেবে কাকে দেখানো হবে? তিনি নির্দ্বিধায় বলে দিলেন, "আমার জীবনে খলনায়ক প্রচুর। কাকে ছেড়ে কাকে দেখাব? প্রত্যেককে দেখাতে গেলে সিনেমা শেষ হবে না।" হরভজনের শেষ মন্তব্যের নেপথ্যেও লুকিয়ে আছে রহস্য। কাকে ইঙ্গিত করে তিনি শেষ কথাটা বললেন, তা হয়তো তিনি ছাড়া আর কেউই জানেন না।

লোকেশ রাহুলের ডেপুটি হিসাবে কেন যশপ্রীত বুমরা? জানালেন প্রাক্তন নির্বাচক

তিন ধরনের ক্রিকেটেই ভারতের হয়ে দাপটের সঙ্গে খেলছেন যশপ্রীত বুমরা। সেই পুরস্কারই পেলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে অধিনায়ক হচ্ছেন লোকেশ রাহুল। তাঁর ডেপুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যশপ্রীত বুমরার নাম।বুমরাকে সহ-অধিনায়ক হিসাবে বেছে নেওয়ায় অবাক হয়েছেন অনেকেই। দলে ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আয়ারের মতো আইপিএল-এ দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ক্রিকেটাররা থাকতেও কেন বুমরাকে সহ-অধিনায়ক করা হল? এই প্রশ্ন মনে ঘুরছে অনেকের। উত্তর দিলেন এমএসকে প্রসাদ।সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রাক্তন নির্বাচক বলেন, "বুমরা খুব বুদ্ধিমান এবং বিবেচক। তাই কেন ওকে পুরস্কৃত না করার কী আছে? এই সিদ্ধান্তটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

তিন ধরনের ক্রিকেটে ভাল খেললেও একজন পেসারকে আমরা কেন অধিনায়ক করতে পারব না?" প্রসাদের মতে বুমরাকে যদি নেতৃত্বের গ্রুপের মধ্যে না নেওয়া হয়, তা হলে ওঁর ক্ষমতা কতটা সেটা বোঝা যাবে না। বুমরার থেকে কতটা প্রত্যাশা রাখা উচিত নেতৃত্ব নিয়ে, সেটাও বোঝা সম্ভব হবে না।প্রসাদ বলেন, "বুমরাকে সহ-অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তটা ঠিক। তবে রোহিত এবং রাহুল দু'জনেই অনুপস্থিত থাকলে বুমরাকে অধিনায়ক করা হত কি না সেটা আমি জানি না।" আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালস দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শ্রেয়স আয়ার। দিল্লি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ঋষভ পন্থও। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দু'জনেই রয়েছেন ভারতীয় দলে। তবে শ্রেয়স চোট সারিয়ে সবে দলে ফিরেছেন এবং পন্থ নিজের জায়গা এখনও পুরোপুরি পাকা করে উঠতে পারেননি। প্রসাদ বলেন, "আইপিএল-এর থেকে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়া অনেক সময় সহজ। আইপিএল-এ ৪-৫ জন তারকাকে সামলাতে হয়। অনেক ঘরোয়া ক্রিকেটাররা থাকে যারা চাপ সামলাতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় দলে সকলেই প্রতিভাবান। তারা জানে কোন দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেই জন্য ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া একটু সহজ।"

দেশি নয়, এ বার বিদেশি কোচ চাইছেন বাবররা, জানালেন বোর্ডপ্রধান রামিজ রাজা

দেশি নয়, জাতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কোনও বিদেশি কোচকেই চাইছে পাকিস্তান। খোদ অধিনায়ক বাবর আজম নাকি বোর্ডকে এই বার্তা দিয়েছেন। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ সাকলাইন মুস্তাক এবং উইকেটকিপার মহম্মদ রিজওয়ানও একই কথা বলেছেন বোর্ডকে।সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই কথাই বলেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রামিজ রাজা। দলীয় সংহতি এবং ভাষা সমস্যার কারণে পাকিস্তানে দেশি কোচ রাখার চল রয়েছে। তবে মিসবা উল হক এবং ওয়াকার ইউনিস দায়িত্ব ছাড়ার পরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ম্যাথু হেডেন এবং ভার্নন ফিল্যান্ডারকে। পাকিস্তানে গ্রুপ পর্বে ভাল খেলা সত্ত্বেও সেমিফাইনালে বিদায় নেয়।তবে বাবর মনে করছেন, তাঁদের দলে এই মুহূর্তে যথেষ্ট দলীয় সংহতি রয়েছে। ফলে এখন বিদেশি কোচ নিয়োগ করলেও সমস্যা হবে না। রামিজ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "বাবর, রিজওয়ান এবং সাকলাইন, তিনজনেই বিদেশি কোচ নিয়োগের কথা বলেছে। আমার মতে, বিদেশ সফরে স্থানীয় কোচ রাখলে দলের ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ভাল থাকবে। আমাদের দলে সংহতি রয়েছে। এ বার নিজেদের অন্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইলে আমাদের বিদেশি কোচ দরকার।"টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে কোনও প্রধান কোচ ছিল না পাকিস্তানের। রামিজ জানিয়েছেন, দল নিজের পায়ে দাঁড়াতে কতটা তৈরি সেটার বোঝার জন্যেই তাঁরা ইচ্ছে করে কোনও কোচ নিয়োগ করেননি। তবে আগামিদিনে যে তাঁদের বিদেশি কোচ দরকার, সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অভিজ্ঞতাতেই টেক্কা দিয়ে যাবে কোহলিরা, বলছেন আমলা

সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টে হার ১১৩ রানে। সোমবার থেকে জোহানেসবার্গে শুরু হতে যাওয়া দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিজের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে কোনও আশার কথা শোনাতে পারলেন না হাশিম আমলা। প্রাক্তন ওপেনার জানিয়ে দিলেন, দলীয় অভিজ্ঞতায় বিরাট কোহলির ভারতীয় দল অনেক এগিয়ে রয়েছে তাঁর দেশের চেয়ে। সেটাই চলতি টেস্ট সিরিজে ভারতকে বাড়তি সুবিধা দেবে।শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েবসাইটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমলা বলেছেন, "সেঞ্চুরিয়নের ফল দেখে অবাক হইনি। ওটাই প্রত্যাশিত ফল ছিল। গত দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে শক্তিশালী দল হিসেবে ভারত নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। দলীয় অভিজ্ঞতায় ওরা অনেক এগিয়ে, আর সেটাই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়। বিশেষ করে বোর্ডে যখন বড় রান থাকে, তখন এই দলীয় অভিজ্ঞতাই বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকে।"এই দক্ষিণ আফ্রিকা দলে কুইন্টন ডি'কক, কাগিসা রাবাডা, লুনগি এনগিডি ছাড়া আর কোনও অভিজ্ঞ ক্রিকেটার নেই। তার মধ্যে প্রথম টেস্টে রাবাডা এবং এনগিডি বল হাতে খানিকটা লড়াই করেছিলেন, কিন্তু তা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ভারতীয় দলকে কোনও সময়েই অস্বস্তিতে ফেলতে পারেনি। আমলা জানিয়েছেন, প্রথম ইনিংসে ভারতের বড় স্কোরই ম্যাচে পার্থক্য তৈরি করে দিয়েছিল। তিনি বলেছেন, "সেঞ্চুরিয়ন এমন এক মাঠ, যেখানে সময় বাড়ার সঙ্গে ব্যাটিং করা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সেখানে ভারত টসে জিতে যখন শুরুতেই ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিল এবং তিনশোর উপরে রান করে ফেলল, তখনই ম্যাচটা বেরিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার হাত থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা পাল্টা রান তুলতেই পারেনি।" যোগ করেছেন, "প্রথম ইনিংসে ১৩০ রানে পিছিয়ে পড়েই বড় ধাক্কা খেয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটাই শেষ পর্যন্ত বড় ফারাক তৈরি করে দিয়েছে।" আমলা প্রশংসা করেছেন ভারতীয় ব্যাটারদের ভূমিকায়। তিনি বলেছেন, "প্রথম দিনের উইকেট ছিল ব্যাটিংয়ের পক্ষে উপযুক্ত। অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে ভারতীয় ব্যাটারদের। ওরা অনেক পরিকল্পিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রিকেট খেলেছে।" যোগ করেছেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনও দল এলে ব্যাটারদের প্রথম পরামর্শ দেওয়া হয়, কী ভাবে ছাড়তে হবে অফস্টাম্পের বাইরের বল। প্রথম দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা সেই কাজটা তেমন ভাল না করতে পারলেও দ্বিতীয় দিনে ওরা পাল্টা জবাব দিয়ে ৩২৭ রানের মধ্যে ভারতকে থামিয়ে দেয়। না হলে আমি মনে করি, কমপক্ষে ৪০০ রানও করতে পারত ভারতীয় দল।" যদিও রাবাডা, এনগিডির লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন তিনি। বলেছেন, "রাবাডা, এনগিডি, নবাগত জানসেন দারুণ বোলিং করে ভারতীয় দলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে।" তবে আমলা মনে করেন, একটু সতর্ক হয়ে খেলতে পারলে চলতি সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

জাগরণ 03 January, 2022, Monday আগরতলা, ০৩ জানুয়ারি, ২০২২ ইং, ■ ১৮ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার আগরতলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে র‍্যালি বিজেপির। ছবি ঃ নিজস্ব

স্টিল ব্রিজ সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ জনমনে

ধর্মনগর, ২ জানুয়ারি : স্টিল ব্রিজ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী। তিন শতাধিক এলাকাবাসীর যোগাযোগের একমাত্র স্টিল ফুট ব্রিজটি তুলে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। ঘটনা পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকায়।

জানা গেছে, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকার এক নং ও ৪নং ওয়ার্ড এলাকায় মধ্যবর্তী স্থানে একটি ছড়া রয়েছে। ২০১০ সালে পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাসের তৎপরতায় ছড়াটির উভয় পাশের মানুষের যোগাযোগের জন্য দশ লক্ষ টাকা ব্যায়ে একটি স্টিলের ফুটব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এই ব্রিজটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। ব্রিজের উপরের স্টিলের ছাউনী প্রায় ভেঙে গেছে। ফলে এলাকাবাসী সাংঘাতিক অসুবিধার মধ্যে ব্রিজ দিয়ে চলাফেরা করছেন।

প্রতিদিন ব্রিজ দিয়ে এলাকাবাসী গরু মহিষ নিয়ে মাঠে চাষ করতে যান। ব্রিজের এই বেহাল দশায় যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এনিয়ে এলাকাবাসী বিভিন্ন সময়ে ব্রিজের মেরামতির জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। উল্টো এলাকাবাসী জানতে পারেন, ওই ব্রিজের সংস্কারের পরিবর্তে ব্রিজটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করবে বলে বর্তমান নবনির্মিত পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, এই ব্রিজের উপর দিয়ে প্রতিদিন এলাকার দুই থেকে তিন শতাধিক মানুষ ওপারে গরু-মহিষ নিয়ে কৃষি কাজ করতে যান। ব্রিজটি এখান থেকে সরিয়ে নিলে এলাকার মানুষের দুরবস্থার অন্ত থাকবে না বলে এলাকাবাসীর দাবি। এই ব্রিজ অন্যত্র স্থানান্তরিত না করে নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যেন ব্রিজের সংস্কার করে চলার উপযোগী করে। অন্যথায় যেকোনো সময় ব্রিজের ভগ্নদশায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই এলাকাবাসীর দাবি, ওই ব্রিজটি অন্যত্র স্থানান্তরিত না করে শীঘ্রই যেন ব্রিজের মেরামতের কাজ করা হয়। এদিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে ১ জানুয়ারি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পানিসাগরের বর্তমান সিপিআইএম নেতৃত্ব শীতল দাস, অজিত দাস সহ অন্যান্যরা। তারাও ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্রিজের গুরুত্বের কথা ভেবে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে ব্রিজের সংস্কারের দাবিতে নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ওই ব্রিজটি যথাস্থানে রেখে অন্যত্র যেন প্রয়োজনে নতুন ব্রিজ নির্মাণ করা হয় তার জন্য নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি রাখেন।

ধর্মনগরে তিনদিনব্যাপী কত্থক নৃত্যের কর্মশালা

ধর্মনগর, ২ জানুয়ারি : উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্য গুরু সন্দীপ মল্লিকের তত্ত্বাবধানে তিন দিনব্যাপী কত্থক শিল্পের উপর হতে চলেছে কর্মশালা। গুরুকুল এবং পূর্ণশ্রী নিত্য আশ্রমের উদ্যোগে সাত থেকে নয় জানুয়ারি ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে তিনদিনের কর্মশালা হতে চলেছে। এই কর্মশালায় নিত্য গুরু হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যগুরু রঞ্জিত মল্লিক প্রশিক্ষকের দায়িত্বে থাকছেন।

এ নিয়ে ধর্মনগর প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন শিক্ষাঙ্গনের প্রিন্সিপাল তথা মুখ্য প্রশিক্ষক পর্ণশ্রী ঘোষ, সভাপতি অশোকেন্দু চক্রবর্তী, গুরুকুলের সম্পাদক সুকুমার ঘোষ প্রমুখ। তারা জানান, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই গুরু এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য ধর্মনগরে আসছেন। আগে এসেছিলেন স্টেশনে একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে। এবারের প্রশিক্ষণ হবে সবার জন্য উন্মুক্ত। জুনিয়র বিভাগে আটশত টাকা এবং সিনিয়র বিভাগে এক হাজার টাকা করে ফি ধার্য করা হয়েছে। তবে গরিব ছাত্রছাত্রীরা যাদের নৃত্যের প্রতি আশক্তি বেশি অথচ খরচ করার মত ক্ষমতা নেই, তাদেরকে বিনামূল্যে এই কর্মশালায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সবকিছুর পরেও নৃত্য শিল্পীদের একটা আক্ষেপ রয়েছে, যে রাজ্যে এখনও মিউজিক টিচারের জন্য কোন শূন্য পদ নেই। তাই অনেক ভালো ভালো শিল্পী তাদের শিল্পকর্মে ইতি ঘটিয়ে অন্য কাজে যোগদান করছে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ২ জানুয়ারি : বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের আর কে নগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রবিবার নেপালি বস্তিতে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা। রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে তারা এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করেছেন। শুধু নেপালি বস্তিতেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে ডিওয়াইএফআই।

আগামীকাল সোমবার থেকে হাইলাকান্দিতে ১৫-১৮ বছর বয়সি ২৩ হাজার পড়ুয়াকে টিকাকরণ

হাইলাকান্দি (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার ২২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৩ হাজার ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি পড়ুয়াকে আগামীকাল সোমবার থেকে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। প্রতিদিন ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ভ্যাকসিন প্রদান চলবে।

জেলার সরকারি এবং বেসরকারি মিলে মোট ২২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদেরকে কোভিড প্রতিষেধক দিতে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রস্তুতি সম্পন্ন। এই কাজে সহযোগিতার জন্য জেলার শিক্ষা বিভাগও এগিয়ে এসেছে।

সোমবার প্রথম দিন জেলার যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকা দেওয়া চলবে সেগুলি যতাক্রমে কাটলিছড়ার এসকে রায় কলেজ, চার্লমার্স হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, লালা পিকে গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, লালা হায়ার সেকেন্ডারি অ্যান্ড এমপি স্কুল, নিমাইচানপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কটাখালের জানকীচরণ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আনন্দচরণ বালিকা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, হাইলাকান্দি শহরের ইন্দ্রকুমারী গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, সৈয়দবন্দের হায়ার সেকেন্ডারি সিএম সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, লক্ষ্মীরবন্দ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আলগাপুরের এএলসি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, আলগাপুর হায়ার সেকেন্ডারি এবং মাটিজুরি হাইস্কুল স্কুল।

প্রশাসন থেকে এ-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি পড়ুয়াদের ভ্যাকসিনেশনের কাজে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এদিকে, স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, ভ্যাক্সিন্যাশনের পাশাপাশি জেলার ১৮ বছরের ঊর্ধ জনসাধারণের জন্য ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার কাজও সমানভাবে চলবে।

লাইনে বসে মোবাইলে কথা, তমলুকে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল যুবকের

তমলুক, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : হেডফোনে রেল লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলায় দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আরও এক যুবকের। রবিবার রেললাইনের উপরে বসে মোবাইলে কথা বলায় দীঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে প্রাণ গেল এক যুবকের।

রবিবার দুপুর ১২টা ৬ মিনিটে দীঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ডাউন লাইন দিয়ে যখন তমলুকের পদুমবসান গ্রামে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আপ লাইন দিয়ে হলদিয়ার দিকে একটি মালগাড়ি যাচ্ছিল। সেই সময় ডাউন লাইনে বসে মোবাইল নিয়ে হেডফোনে কথা বলছিলেন ওই যুবক। মালগাড়ি যাওয়ার জন্য আওয়াজ হচ্ছিল, সেই সময় দুরন্ত গতিতে ছুটে আসছিল তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যুবকের দেহ। যদিও তাঁর পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।

ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রেল পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। যুবকে পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

হেডফোনে রেল লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলায় দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। রেলের পক্ষ থেকেও মানুষকে বারবার এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়। তা সত্ত্বেও মানুষ যতদিন না সচেতন হবে, ততদিন এভাবেই দুর্ঘটনা ঘটতে থাকবে। এর আগেও হেডফোনে কথা বলতে বলতে লাইন পারাপার করতে গিয়ে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটেছে। তারপরেও হুঁশ ফেরেনি।।

লাগামহীন করোনা রোধে সোমবার থেকে বন্ধ রাজ্যের স্কুল-কলেজ, ঘোষণা নবান্নের

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : লাগামহীন করোনাভাইরাস সংক্রমণ রুখতে একগুচ্ছ করোনাভাইরাস বিধিনিষেধ জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বন্ধ থাকবে স্কুল, কলেজ। সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে সর্বাধিক ৫০ শতাংশ কর্মী উপস্থিত থাকতে পারবেন। সন্ধ্যা সাতটার পর বন্ধ থাকবে লোকাল ট্রেন পরিষেবা।

কয়েকদিন ধরেই রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে দৈনিক করোনা সংক্রমণ। ওমিক্রনের আতঙ্ক বাড়ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, সোমবার থেকেই করোনাবিধি কঠোর করতে চলেছে রাজ্য। ট্রেন পরিষেবা বিষয়েও ভাবনা-চিন্তা করতে বলেন প্রশাসনিক কর্তাদের। তারপরই আজ নবান্নের ঘোষণা। রবিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী শুরুতেই বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছেন যে রাজ্য কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হচ্ছে। সেই মত আগামী সোমবার থেকে বন্ধ থাকবে রাজ্যের স্কুল-কলেজ।শুধুমাত্র ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে প্রশাসনিক কাজ চলবে। অফিসে আসতে পারবেন সর্বাধিক ৫০শতাংশ কর্মী। পাশাপাশি ৫০ শতাংশ আসনে যাত্রী নিয়ে চলবে লোকাল ট্রেন। স্কুল-কলেজ বন্ধের ঘোষণা করলেও কবে বা কতদিনে বিধিনিষেধ উঠবে সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। আপাতত দু'সপ্তাহের কড়া করোনা জারি করল রাজ্য সরকার। পরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব। প্রসঙ্গত, ২৫ ডিসেম্বরের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে রাজ্যের করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণের হার। শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ হাজার ৫১২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে পজিটিভির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.০২ শতাংশ। গত ৩৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৯ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করোনা রোধে সোমবার থেকে পানশালা, রেস্তরাঁয় ৫০ শতাংশ প্রবেশের অনুমতি

কলকাতা, ২ জানুয়ারি(হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে ফের বেশ কিছু বিধিনিষেধের পথে হাঁটল নবান্ন। ৩ জানুয়ারি, সোমবার থেকে রাজ্যে কঠোর বিধিনিষেধ চালু হচ্ছে। রবিবার নবান্নের তরফে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, সোমবার থেকে মোট আসন সংখ্যার ৫০ শতাংশ মানুষ প্রবেশ করতে পারবেন পানশালা ও রেস্তরাঁয়। খোলা থাকবে রাত ১০টা পর্যন্ত। খোলা থাকবে সিনেমা, থিয়েটার হল। তবে, এক্ষেত্রেও ৫০ শতাংশ মানুষ প্রবেশ করতে পারবেন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসছিল, তখন ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের প্রভাবে ফের ঊর্ধমুখী করোনার গ্রাফ। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সংক্রমণে ৩ জানুয়ারি থেকে সরকার আংশিক লকডাউনের পথে হাঁটতে চলেছে বলে জল্পনা চলছিল। তবে, আংশিক লকডাউন ঘোষণা না করে রাজ্য কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করল। রবিবার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের কথা নবান্ন থেকে ঘোষণা করেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এদিন মুখ্যসচিব ঘোষণা করেন সংক্রমণ এড়াতে সোমবার থেকে শপিং মল, বার, সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ রাত ১০টা পর্যন্তই খোলা থাকবে। সবেতেই ৫০ শতাংশ মানুষের প্রবেশাধিকার। সুইমিং পুল, বিউটি পার্লার, স্পা, জিম বন্ধ থাকবে। চিড়িয়াখানা, বিনোদন পার্ক, পর্যটন কেন্দ্রগুলোও বন্ধের নির্দেশ। সোমবার থেকে ৫০ জনকে নিয়ে করতে হবে ধর্মীয়, সামাজিক এবং বিয়ের অনুষ্ঠান। শেষকৃত্য ২০ জনকে থাকার অনুমতি। ২০০ জনের বেশি লোক নিয়ে মিটিং, কনফারেন্স করা যাবে না। করোনাবিধি মেনে হোম ডেলিভারি চালু থাকবে। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কোভিড সংক্রমণ বাড়ছে, কিন্তু ভয় পাবেন না, আবেদন কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স) : রাজধানী দিল্লিতে কোভিড ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে দিল্লিবাসীকে অযথা ভয় না পাওয়ার আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক ভাষণে বলেন, "দিল্লিতে কোভিড সংক্রমণ বাড়ছে দ্রুত হারে। বর্তমানে শহরে অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা ৬৩৬০। আজ সম্ভবত ৩১০০ জন নতুন করে আক্রান্ত হবে।" এর পরে তিনি বলেন, শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মাত্র ২৪৬ জন। নতুন করে যাঁরা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন, বেশিরভাগের উপসর্গ খুব মৃদু, অথবা একেবারেই নেই।

একইসঙ্গে কেজরিওয়াল বলেন, কোভিডের দ্বিতীয় ওয়েভের তুলনায় তৃতীয় ওয়েভের তীব্রতা অনেক কম। তাঁর কথায়, "বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালের অক্সিজেন বেডে মাত্র ৮২ জন ভর্তি আছেন। দিল্লি সরকার ৩৭ হাজার বেড তৈরি রেখেছে। আমি শহরবাসীকে বলতে চাই, কোভিড আক্রান্তরা হয় অ্যাসিম্পটোম্যাটিক অথবা তাঁদের উপসর্গ মৃদু। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" দিল্লির আরও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় ওয়েভের তুলনায় এবার কমসংখ্যক কোভিড রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একইসঙ্গে মানুষকে সতর্ক করে তিনি বলেন, ২৯ ডিসেম্বর শহরে অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা ছিল ২ হাজার। ১ জানুয়ারি তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা কমেছে। তা থেকে বোঝা যায়, দ্বিতীয় ওয়েভের তুলনায় তৃতীয় ওয়েভ কম বিপজ্জনক। প্রসঙ্গত, শনিবার রাজধানীতে কোভিডে আক্রান্ত হন ২৭১৬ জন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংক্রমণ বৃদ্ধি পায় ৫১ শতাংশ। ২১ মে-র পরে শহরে একই দিনে এত বেশি সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হননি। দিল্লি, হরিয়ানা ও আরও কয়েকটি রাজ্যে কোভিড ঠেকাতে চালু হয়েছে নাইট কার্ফু। দেশের মোট ২৩ টি রাজ্যে কোভিডের অতি সংক্রামক ওমিক্রন ভ্যারিয়ান্টের সন্ধান মিলেছে।

আগামীকাল থেকে বন্ধ টোকেন দেওয়া মেট্রোতে

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। যার জেরে আগামীকাল থেকেই ফের বিধিনিষেধ শুরু রাজ্য জুড়ে। গত কয়েকদিন ধরে মেট্রোতে টোকেন চালু থাকলেও আগামীকাল থেকে ফের বন্ধ টোকেন দেওয়া মেট্রোতে। গত কয়েকদিনে ৫০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। একদিকে করোনা অপরদিকে ওমিক্রন দুয়ে মিলিয়ে নাজেহাল শহরবাসী। রাজ্যবাসীকে সংক্রমণ মুক্ত রাখতে রাজ্য জুড়ে ফের চালু বিধিনিষেধ। সোমবার থেকে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলবে ট্রেন। পাশাপশি ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলবে মেট্রো। এতদিন পর্যন্ত মেট্রোতে টোকেন চালু থাকলেও আগামীকাল থেকে ফের টোকেন ব্যবস্থা বন্ধ মেট্রোর। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, যাত্রী নিয়ন্ত্রণে সোমবার থেকে টোকেন আর মিলবে না। যাঁদের কাছে স্মার্ট কার্ড থাকবে, তাঁরাই ঢুকতে পারবে মেট্রো স্টেশনে। পাশাপাশি মেট্রো স্টেশনে ঢোকার ক্ষেত্রে প্রত্যেক যাত্রীকে পরতে হবে মাস্ক। কোভিডবিধি না মানলে তাঁর বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা।

করিমগঞ্জ জেলা সিপিআইএম-এর ত্রয়োবিংশ সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন গড়ার প্রস্তাব

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ইংরেজি নববর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন করিমগঞ্জ জেলা গ্রন্থাগারের মিলনায়তনে মনীশ ভট্টাচার্য নগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সিপিআইএম-এর করিমগঞ্জ জেলার ত্রয়োবিংশ সম্মেলন। দলের প্রবীণ নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা কৃষক নেতা প্রয়াত মনীশ ভট্টাচার্যের নামে সম্মেলন স্থলের নামকরণ করা হয় মনীশ ভট্টাচার্য নগর। গতকাল সকালে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং কানায় কানায় পূর্ণ হল ঘরে প্রকাশ্য অধিবেশনের পর বিকেলে শুরু হয়েছিল মূল প্রতিনিধি সম্মেলন। আজ অর্থাৎ সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষদিন জেলার সাতটি আঞ্চলিক থেকে ১২০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর মোট ৪১ জন সদস্যের আলোচনার পর তা গৃহীত হয়। জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী করিমগঞ্জ জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পশু হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নত করা, গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারে দুর্নীতি বন্ধ করা, জেলার সব রুটে দৈনিক রেল চালু করা, শিক্ষার বাণিজ্যীকরণ বন্ধ করা ইত্যাদি সহ জেলার সর্বস্তরের জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একগুচ্ছ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চের ডাকা ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি, দুদিনের সাধারণ ধর্মঘটকে জেলায় সফল করে তুলতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫, ১৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি শিলচরে অনুষ্ঠেয় পার্টির রাজ্য সম্মেলনকে সফল করতে ব্যাপক প্রচার সহ সার্বিক সহায়তা করার জন্য একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মেলন থেকে পরিতোষ দাশগুপ্তকে সম্পাদক নির্বাচিত করে কুড়ি সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী জেলা কমিটিও গঠন করা হয়।

এর পর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য টিকেন দাসের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পরামর্শ সহ সমাপ্তি ভাষণ, সভাপতি মণ্ডলির ভাষণ এবং সবশেষে সমবেত ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের মাধ্যমে সিপিআইএম-এর করিমগঞ্জ জেলার ত্রয়োবিংশ সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সোমবার থেকে বন্ধ চিড়িয়াখানা-পার্ক, কঠোর হচ্ছে নাইট কারফিউ

কলকাতা, ২ জানুয়ারি(হি.স.): লাগামহীন করোনাভাইরাস সংক্রমণ রুখতে একগুচ্ছ করোনাভাইরাস বিধিনিষেধ জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আগামীকাল সোমবার থেকেই রাজ্যে বন্ধ হচ্ছে চিড়িয়াখানা।বন্ধ থাকবে স্পা, বিউটি পার্লার, জিম, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্কও। সেই সঙ্গে রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত জারি থাকবে নাইট কার্ফু। রবিবার রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা নবান্ন থেকে ঘোষণা করেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী।

করোনা কালে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে চিড়িয়াখানা-পার্ক বন্ধ ছিল। পুজোর আগে আলিপুর চিড়িয়াখানা খুলেছিল। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম রবিবার আজ পর্যন্ত খোলাছিল। কিন্তু সোমবারের ঘোষণার পর থেকেই ফের বন্ধ হচ্ছে। আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রের দাবি, করোনার প্রথম ঢেউতে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ চিড়িয়াখানা বন্ধ হয় যায়। পুজোর সময়ে কিছু সময়ের জন্য চিড়িয়াখানা খোলা হলেও ফের তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর পুজোর আগে চিড়িয়াখানা খোলা হয়। এ কদিনে চিড়িয়াখানায়-সহ বিভিন্ন পার্কে বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল। দর্শনার্থীদের জন্য মাস্ক-স্যানিটাইজার ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল। সামাজিক দূরত্ব মেনে চিড়িয়াখানায় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। থার্মাল চেকিং বাধ্যতামূলক করা হয়। তবে সোমবার থেকে আগামী ১৫ দিনের জন্য রাজ্যে বন্ধ হচ্ছে চিড়িয়াখানা। সোমবার থেকে বন্ধ থাকবে স্পা, বিউটি পার্লার, জিম, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্কও। একই সঙ্গে রাত দশটার পর থেকে কারফিউ আরও কড়াকড়ি হচ্ছে। রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত জারি থাকবে নাইট কার্ফু। কোনও রকম জমায়েত করা যাবে না। মাস্ক না পরলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে জরুরি পরিষেবাকে বিধিনিষেধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। করোনা প্রটোকল অনুযায়ী পুলিশ-প্রশাসন কড়া নজরদারি চলবে। সেই সঙ্গে রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত জারি নাইট কার্ফু।

মাইক্রো ফিনান্সের ঋণ মকুব

ধেমাজি ও বিশ্বনাথে সুবিধাভোগী মহিলাদের হাতে দ্বিতীয় দফার চেক তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

বিশ্বনাথ / ধেমাজি (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ আরও ঋণগ্রহীতা মহিলাদের হাতে পরিশোধীয় টাকার চেক তুলে দিয়েছেন। আজ রবিবার সকালে বিশ্বনাথে এবং দুপুরের দিকে ধেমাজি অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে মহিলা সুবিধাভোগীদের হাতে ঋণের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে মাইক্রো ফিনান্সের পরিশোধীয় দ্বিতীয় দফার টাকার চেক তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীশি ড় শর্মা। এদিন সকালে বিশ্বনাথ জেলা সদরে এক অনুষ্ঠানে গহপুর, বিহালি, সতিয়া এবং বিশ্বনাথের ৫০২৪ জন মাইক্রো ফিনান্সের ঋণগ্রহীতা মহিলার হাতে ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় কিস্তির প্রদেয় টাকার চেক তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বনাথ জেলায় মোট ১২,৫৯০ জন মহিলা সুবিধাভোগী রয়েছেন। বাকিদের শীঘ্রই জেলার বিভিন্ন ব্লক অফিসে ওই চেক দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানের আগে এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথের বামগাঁও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন করে সেখানে শিশু ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। বিশ্বনাথ থেকে মুখ্যমন্ত্রী চলে আসেন ধেমাজিতে। এই জেলায় মোট ১১ হাজার মহিলা সুবিধাভোগীর মধ্যে আজ উপস্থিত পাঁচ হাজার সুবিধাভোগীর হাতে চেক তুলে দিয়েছেন ড় শর্মা। বাকি ছয় হাজার সুবিধাভোগীকে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে জেলার বিভিন্ন ব্লক অফিসে দেওয়া হবে। চেক প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে ড় শর্মা প্রদত্ত সহায়ক-অর্থের সদ্ব্যবহার করতে এবং তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগকে শক্তিশালী করতে আহ্বান জানান সুবিধাভোগীদের। তিনি বলেন, সিবিআইএল (সিবিল) স্কোর বাড়ানোর জন্য ঋণের টাকা পরিশোধ করা অপরিহার্য। এতে তাঁরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আরও ঋণ পেতে পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাইক্রো ফিনান্সের প্রায় ২৫ লক্ষ ঋণগ্রহীতা মহিলাকে ঋণ পরিশোধের কাজ গত ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। প্রদত্ত সব প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করছেন। যেমন মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পের বলে ভূমির মালিকদের স্বস্তি প্রদানের পাশাপাশি দীনদয়াল দিব্যাঙ্গন পেনশন প্রকল্প, শহিদ কুশল কেঁওর সর্বজনীন বৃদ্ধ পেনশন প্রকল্প, ইন্দিরা মিরি ইউনিভার্সাল উইডো পেনশন স্কিম, অরুণোদয় ইত্যাদি প্রকল্পের বলে সুবিধাভোগীদের প্রতি মাসের ১০ তারিখে নিয়মিত অর্থ প্রদান করছে তাঁর সরকার।

উল্লেখ্য, আসাম মাইক্রো-ফিনান্স ইনসেনটিভ অ্যান্ড রিলিফ স্কিম-এর ক্যাটাগরি-১-এর জন্য জনপ্রতি সুবিধাভোগীকে ২৫ হাজার বা বকেয়া যা কম তা সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে। ধেমাজিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ, শিক্ষামন্ত্রী ড় রণোজ পেগু, জেলার অভিভাবক মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ, সাংসদ প্রদান বরুয়া, জোনাইয়ের বিধায়ক ভুবন পেগু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক লখিমপুরের বিধায়ক মানব ডেকা, বিহপুরিয়ার বিধায়ক অমিয়কুমার ভুইয়াঁ, মিসিং স্বশাসিত কাউন্সিলের সিইএম পরমানন্দ চানেঙ্গিয়া এবং অন্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া বিশ্বনাথের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ, জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, সাংসদ পল্লবলোচন দাস, গরুখুঁটি কৃষি প্রকল্পের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা, অসম বীজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্রবীণ হাজরিকা, বিধায়ক প্রমোদ বরঠাকুর, রঞ্জিত দত্ত, উৎপল বরা, কৃষ্ণকমল তাঁতি প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।